প্রসঙ্গ কথা

এই স্টাডিতে মূলত দক্ষিণ পশ্চিম উপকুলীয় অঞ্চলের নারী প্রধান পরিবারের জীবন জীবিকা সম্পর্কে সাধারণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। স্বামীর অনুপস্থিতে পরিবার প্রধান হিসাবে তাকে কয়েকটি সন্তান নিয়ে অত্যন্ত দুঃখে কষ্টে দিন অতিবাহিত করতে হয়। এমন কি মাথা গোজার মতো এতটুকু ঠাঁই তাদের নেই। এমনি এক মর্মান্তিক পরিস্থিতে পরিবারের প্রধান হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। পরিবার পরিচালনা করতে গিয়ে তারা নানা ধরনের প্রতিকুলতার সম্মুখিন হয়। এই পরিস্থিতে সহযোগীতার মনভাব নিয়ে পাশে দাঁড়ানোর মত মানুষ পাওয়া দুরহ। আর নারী বলে তারা দুঃখ-কষ্টের কথা সমাজের কাছে প্রকাশ করার সুযোগ পায় না এবং তাদের কথার গ্রহনযোগ্যতাও থাকে না। নারী প্রধান হিসাবে পরিবারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তারা কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। এক দিকে বাচ্চার মুখে দুবেলা দুমুঠো অন্ন যোগানোর চিন্তা, অন্য দিকে পরিবারটি টিকিয়ে রাখার চেষ্টা তাকে কঠিন সংগ্রামের পথে তাড়িত করে। এই কঠিন পরিস্থিত মোকাবেলার কোন উপায় তাদের জানা নেই। পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যে কত কষ্টের এ কথা কেবল এই শ্রেনীর নারী প্রধান পরিবার ছাড়া আর কারোর পক্ষে এত গভীর ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আমি নিজে এই সকল পরিবার প্রধানদের সাথে কথা বলেছি। তাদের হাজারও সমস্যার কথা শুনেছি। তাদের এই ভয়াবহ জীবন যাত্রার কথা শুনে মনে হয়েছে বিধাতার এই পৃথিবীতে তাদের জন্ম কেবলি দুঃখ পাওয়া জন্য। সম্পদ বলতে এক মাত্র সন্তান ছাড়া তাদের আর কিছুই নেই।

এই গবেষণায় নারী প্রধান পরিবারের দৈনন্দিন কার্যক্রম ও তাদের জীবন প্রনালী, সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের বিদ্যমান সমস্যা সম্পর্কে জানার জন্য বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকুলীয় অঞ্চল সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ইউনিয়নের চকবারা, ছোট গাবুরা, খলিসা বুনিয়া, খোলপাটুয়া, ডুমুরিয়া ও নয় নম্বর সরা গ্রাম গুলিকে গবেষণার এলাকা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছিল। এই গ্রামগুলির মধ্যে থেকে ৩৭ জন মহিলাকে নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছিল। গবেষণার অন্তর্ভূক্ত মহিলারা ছিল বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, বাঘে খাওয়া ও তালাক প্রাপ্তা নারী। গবেষণাটি পড়লে এই সকল নারীর সামগ্রিক জীবন প্রণালীর একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে ।

প্রাপ্ত তথ্য পর্যবেক্ষণ থেকে প্রণীত স্টাডি রিপোর্টের চিত্রিত বিষয়াবলী থেকে হয়তো সারাদেশের সকল নারী প্রধান পরিবার সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে না। তবে কয়েকটি এই সকল নারী প্রধান পরিবারের সামগ্রিক সমস্যা ও তার সম্ভাব্য প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞান প্রয়োগের ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কের গুর"ত্বের ভিত্তিতে সমাজকর্ম একটি বিজ্ঞান সম্মত পেশা হিসাবে স্বীকৃত। তত্ত্বগত দিকের পাশাপাশি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এই পেশার গ্রহণযোগ্যতাকে ব্যাপকতা দান করছে। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণহীন সমাজ কর্ম অপূর্ণ থেকে যায়। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের এ অপরিহার্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে 'সাউথ ইষ্ট' বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টার্স অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস এর আওতায় মাষ্টার্স ডিগ্রীর শেষ বর্ষে ২০০৬ সালের ফেব্র"য়ারী মাসে "দক্ষিন পশ্চিম সুন্দরবন উপকুলীয় অঞ্চলের নারী প্রধান পরিবারের জীবন জীবিকা" শীর্ষক গবেষণা কার্য সম্পাদন করেছি। বর্তমান বাস্ড়বতার প্রেক্ষিতে এমন একটি সময় উপযোগী গবেষণা পরিচালনা করার সুযোগ পেয়ে আমি সংশি- ষ্ট শিক্ষক ড. এস. এম. আলী আক্কাস (ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনোমিকস, সাউথ ইষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়) এবং সুশীলন (এনজিও) এর সংশি- ষ্ট কর্তৃপক্ষকে আন্ড়রিকভাবে ধন্যবাদ জানাছি।

এই গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করার জন্য সুশীলনের প্রয়োজনীয় অর্থ, অনুপ্রেরণা ও সার্বিক সহযোগিতা (কর্ম ক্ষেত্র হিসাবে) অত্যন্ড় গুর"ত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। আমার পক্ষ থেকে সুশীলনের পরিচালক মোস্ড়ফা নূর"জ্জামানকে জানাই আন্ড়রিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা।

এছাড়া মাইকেল অপূর্ব রায়ের (বিশেষজ্ঞ সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক) দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা সংশি□ষ্ট বিষয়টি বিশে- ষণে আমাকে সাহায্য করেছে। এবং কাজটি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করার জন্য তার উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমাকে মহিত করেছে, তাঁকে জানাই আন্ড়রিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা।

এছাড়া সুশীলনের কো-অর্ডিনেটার মোঃ নাসির উদ্দীন ফার"ক ও সুশীলনের প্রকল্প ব্যবস্থাপক তুষার কান্ড়ি রায়কে ধন্যবাদ জানাই স্টাডিটি কে পরিপূর্ণ র"পদানে সহায়তা করার জন্য। শ্যামল কুমার বর্মন (বিশেষজ্ঞ সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক) যিনি বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহযোগীতা করেছে এবং বিশেষ করে গোবিন্দ কুমার মন্ডল (সুপার ভাইজার সুশীলন) আমার সাথে প্রতিটি নারী প্রধান পরিবারের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের সাথে পরিচয় ও স্বাক্ষাৎকারের পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছিল, সেই জন্য তাকে জানাই ধন্যবাদ ।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সেই সব উওর দাতা নারী প্রধান পরিবারের মহিলাদের যারা তাদের মূল্যবান সময় দিয়ে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছিল।

পরিশেষে কাজটি সুন্দর ভাবে শেষ করতে পারায় আবারও সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্ড়ে,

মোস্ড়ফা বকুলুজ্জামান
তারিখ-২৮-০২-২০০৬

সূচী পত্র

* প্রসঙ্গ কথা
*কৃতজ্ঞতা স্বীকার
*সারণীর তালিকা
* গবেষণা শিরোনাম

প্রথম অধ্যায় ১.১ ভূমিকা
১.২ সমস্যার বিবরণ
১.৩ গবেষণার ধারনা
১.৪ কর্ম এলাকার ভৌগলিক ও আর্থ-সামজিক অবস্থান
১.৪.১ ভূ-প্রকৃতি
১.৪.২ সামাজিক অবস্থা
১.৪.৩ পেশাগত অবস্থা
১.৪.৪ অর্থনৈতিক অবস্থা
১.৪.৫ স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন
১.৪.৬ পরিবেশ
১.৪.৭ শিক্ষা
১.৪.৮ ধর্ম
১.৪.৯ যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যাবস্থা

দ্বিতীয় অধ্যায় ২.১ গবেষণার পটভূমি ও যৌক্তিকতা
২.২ গবেষণার উদ্দেশ্য
২.৩ গৃহীত অনুকল্প

তৃতীয় অধ্যায় গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি সমুহ
৩.১ গবেষণার বিষয় নির্বাচন
৩.২ এলকা নির্বাচন
৩.৩ প্রশ্ন পত্র তৈরী
৩.৪ নমুণায়ন
৩.৫ প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ
৩.৬ দ্বিতীয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ
৩.৭ তথ্যের বিশে- ষণ

চতুর্থ অধ্যায় ৪.১ তথ্য উপস্থাপন ও বিশে- ষণ
৪.১.১ নারী প্রধান পরিবারের সাধারণ তথ্য উপস্থাপন ও বিশে- ষণ
৪.১.২ নারী প্রধান পরিবারের বর্তমান ও পূর্বের অর্থনেতিক সম্পদের তথ্য উপস্থাপন ও বিশে- ষণ
৪.১.৩ নারী প্রধান পরিবারের বর্তমান ও পূর্বের সামাজিক সম্পদের তথ্য উপস্থাপন ও বিশে- ষণ
4.১.৪ নারী প্রধান পরিবারের বর্তমান ও পূর্বের মানবিক সম্পদের সম্পকৃত তথ্য উপস্থাপন ও বিশে- ষণ
৪.১.৫ নারী প্রধান পরিবারের বর্তমান ও পূর্বের প্রকৃতিক সম্পদের তথ্য উপস্থাপন ও বিশে- ষণ
৪.১.৬ নারী প্রধান পরিবারের বর্তমান ও পূর্বের ভৌত সম্পদের তথ্য উপস্থাপন ও বিশে- ষণ
৪.১.৭ নারী প্রধান পরিবারের বর্তমান ও পূর্বের দৈনন্দিন জীবন যাপনের তথ্য উপস্থাপন ও বিশে- ষণ
৪.২ সাক্ষাৎকার প্রদানকালিন সমস্যা

৪.৩ সাক্ষাৎকার গ্রহনকালিন সুবিধা সমুহ
৪.৪ প্রাপ্ত তথ্যতের ফলাফল বিশে- ষণ
৪.৫ গবেষণাকালীন নারী প্রধানদের বক্তব্য
পঞ্চম অধ্যায় ৫.১ ভবিষ্যৎ গবেষণার সুযোগ
৫.২ গবেষণার সীমাবদ্ধতা
৫.৩ সুপারিশ
৫.৪ উপসংহার
৫.৫ গ্রন্থপঞ্জি
সংষুক্তি সাক্ষাৎকার অনুসূচী
ম্যাপ

সারণীর তালিকা

সারণী -১ সাক্ষাৎ প্রদানকারীদের বয়সের স্ড়র
সারণী -২ সাক্ষাৎ প্রদানকারী পরিবারে সদস্যা সংখ্যা
সারণী -৩ উওর দাতা নারী প্রধান পরিবারের ছেলে মেয়েদের বয়সের স্ড়র
সারণী -৪ উওর দাতা নারী প্রধান পরিবারের ধরন
সারণী -৫ নারী প্রধানের পরিবার পরিচালনা সময় সীমা
সারণী -৬ স্বামী থাকালিন এবং স্বামীর অবর্তমানে পরিবারটির মাসিক আয়
সারণী -৭ স্বামী থাকালিন এবং স্বামীর অবর্তমানে পরিবারের প্রধান পেশা
সারণী -৮ পরিবারের আয় সক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে
সারণী -৯ সঞ্চয় ও ঋনের সুযোগ স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে
সারণী -১০ ভিজিডি কার্ডরে সুযোগ স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে
সারণী -১১ বর্তমানে নারী প্রধান পরিবার গুলির বিধবা ভাতার সুযোগ
সারণী -১২ পরিবার গুলির বিনোদনের সুযোগ স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে
সারণী -১৩ সহযোগীতা প্রদানের ক্ষেত্র প্রতিবেশীদের ভুমিকা স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে
সারণী -১৪ ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সম্পৃক্ততা স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে
সারণী -১৫ সামাজিক সুযোগ সুবিধার অবস্থা স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে
সারণী -১৬ বর্তমানে সার্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সহায়ক কোন পরামর্শ বা উপদেশ পায় কিনা
সারণী -১৭ সামাজিক ন্যায় বিচার পাওয়ার অবস্থা স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে
সারণী -১৮ উওর প্রদানকারী নারী প্রধানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা
সারণী -১৯ পরিবারটির পোশাক পরিচ্ছেদের বিবরণ স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে
সারণী -২০ পরিবারটির চিকিৎস সেবা স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে
সারণী -২১ পরিবারের নারীটির অসুস্থতার চিত্র স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে
সারণী -২২ পানযোগ্য পানির উৎস ও দুরত্ব স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে
সারণী -২৩ পরিবারটির জমির পরিমাণের বিবরণ স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে
সারণী -২৪ সুন্দর বনের উপর নির্ভশীলতার বিবরণ স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে
সারণী -২৫ পরিবারটির বাসস্থান স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে
সারণী -২৬ পরিবারটির স্বাস্থ্যা সম্মাত সেনিটেশন চিত্র স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে
সারণী -২৭ পরিবারটির জীবন জীবিকার উৎপাদন সাহায়ক যন্ত্রপাতি ও সম্পদের বিবরণ স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে
সারণী -২৮ পরিবারটির দৈনন্দিন খাদ্যের বিবরণ স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে
সারণী -২৯ পরিবারটির খাদ্য গ্রহন তাালিকায় মাছ ও মাংসের চিত্র স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে
সারণী -৩০ পরিবার গুলিতে মৌলবাদের প্রভাব স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে

গবেষণার শিরোনাম

দক্ষিন পশ্চিম সুন্দরবন উপকুলীয় অঞ্চলের নারী প্রধান পরিবারের জীবন জীবিকা

প্রথম অধ্যায়

1.1 fwgKv-

পরিবার হল রাষ্ট্রের মৌলিক প্রতিষ্ঠান। পরিবার থেকে শিশু তার জীবন শুর" করে এবং সমাজের প্রচলিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে দিয়ে নিজেকে দক্ষ মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালায়। আমাদের দেশের সামাজিক নানা রকম প্রথা ও কুসংস্কারের কারণে কখনো কখনো দক্ষ মানুষ হওয়ার পথে নেমে আসে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা। বিশেষ করে নারীরা এই প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়। বাংলাদেশের নারী সমাজের বিরাট একটি অংশ, কোন কিছু জানার বা বোঝার আগেই বিবাহ নামক গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়টি নিজের অজান্তে সম্পন্ন করে বাবা-মারা সমাজের ভয়ে । যেহেতু স্বামী ও সংসার সম্পর্কে জানার ও বোঝার বয়স তাদের হয় না, ফলে সংসার জীবনে সৃষ্টি হয় নানা রকম জটিলতার। এরকম পরিস্থিতির একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত গাবুরা ইউনিয়ন। গাবুরা হল সুন্দরবন সংলগ্ন একটি ব-দ্বীপ। এখানকার অধিকাংশ মানুষ সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল। গাবুরার সামাজিক অবস্থা এমন যে, এখানে মেয়েদেরকে ৭ থেকে ১২ বছরের মধ্যে বিয়ে দেওয়া হয়। এখানকার সামাজিক অবস্থা এমন যে মেয়েদের বয়স বার বছরের বেশী হলে বিয়ের পাত্র পাওয়া যায় না। দেশের প্রচলিত বিবাহ আইন গাবুরাতে বাস্তবায়নের সুযোগ নেই । এই সকল মেয়েদের পূর্ণ যৌবন অবস্থায় দুই একটি বাচ্চা জন্মের পরে স্বামীরা ফেলে রেখে চলে যায়। জীবনের সোনালী সময় নষ্ট হয় সামাজিক লাঞ্ছনা, সীমাহীন দরিদ্রতার মধ্যে দিয়ে। এমনকি সামন্যতম নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পর্যন্ত তারা পায় না। সারা দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পরেও কোন মতে এক বেলা শুধু দু-মুঠো অন্ন যোগার করার মতো উপার্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বাচ্চাকে মানুষ করাতো দুরের কথা বাঁচিয়ে রাখা তাদের জন্য দুরহ হয়ে পড়ে। বাচ্চার কারণে আবার বিয়ে করে অন্যত্র সংসার করা সম্ভব হয়না। এভাবে শেষ হয় গাবুরার এক একটি নারীর জীবন। সামাজিক এ ব্যাধির প্রতিকারের কি কোন সুযোগ নেই ? সমাজের কাছ থেকে কি ন্যুনতম সুযোগ পাওয়ার নেই কোন অধিকার ? এরকম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল নারী প্রধান পরিবারের সার্বিক জীবন জীবিকা নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় গাবুরা ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামের স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা, বাঘে খাওয়া ও তালাক প্রাপ্তা নারী প্রধান পরিবারের নারীদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গবেষণাটিতে তাদের সামগ্রিক জীবন চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া নারী প্রধান পরিবার হিসাবে প্রতি দিন শত দুঃখে-কষ্টে চলার চিত্র এবং সামাজের মধ্যে বিদ্যমান নানা রকমের সমস্যা ও বাস্তব পরিস্থিত সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যাবে। এই গবেষণাটিতে তাদের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্ট করা হয়েছে। যা ভবিষ্যতে নারী প্রধানকে পরিবার পরিচালনার দক্ষ পরিচালক হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়তা প্রদান করবে। এছাড়া গবেষণাটিতে নারী প্রধান পরিবার গুলির সুনিদিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণে সহায়ক ভুমিকা পালন করতে পাররে বলে আমার বিশ্বাস।

1.2 mgm¨vi weeiY-

নারী প্রধান পরিবারটি সাধারণত মানবতাহীন জীবন যাপন করে। স্বল্প উপার্জন দিয়ে সে পরিবারটি কোন মতেই চালাতে পারে না। নারী বলেই সমাজে মানুষরা তাদেরকে কাজে নিতে চায়না এবং কর্মক্ষেত্রে পায়না পূর্ণ মজুরী। এই জন্য অধিকাংশ নারী নদীতে নেট জাল দিয়ে চিংড়ীর রেনু ধরে। ১০ থেকে ১৪ ঘন্টা টানা নেট জাল দিয়ে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমের বিনিময়ে মাত্র ৫ থেকে ১০ টাকা

আয় করতে পারে। এছাড়া নদীতে আগের মতো চিংড়ীর পোনা পাওয়া যায় না এবং যত টুকু পাওয়া যায় তা আবার ঠিক দামে বিক্রি করতে পারে না। সামাজিক ভাবে একজন নারী প্রধান নানা ভাবে লাঞ্ছনার শিকার হয়। স্বামী থাকতে প্রতিবেশীরা যে ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করত বর্তমানে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সে ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পায়না। গাবুরাতে নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা যেমন বেশী তেমনী তাদের জীবন জীবিকার সহায়ক সহযোগিতার অভাব বিরাট। এখানকার সমাজ ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। সাধারণত সকল বিষয়ে তারা ধর্ম দ্বারা আঘাত করে এবং যে কোন ঘটনাকে তারা ধর্মীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে সান্ত্বনা দিতে সদা প্রস্তুত। নারী প্রধান পরিবারটি ধর্মীয় চাপে এক দিকে যেমন দিশে হারা হয়ে পড়ে, অপর দিকে সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতির কারণে নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে হয় বঞ্চিত। এছাড়া চাষের জমিতে ঘের করার ফলে কর্মক্ষেত্রের সুযোগ বিরাট কমে গেছে। সুন্দরবনে কর্মরত অবস্থায় স্বামীকে বাঘে খাবার ফলে ওই পরিবারে নারীকে প্রধান ভুমিকায় পরিবার পরিচালনা করতে হয়। ঘরে সঞ্চয় বলতে হাতে এক বেলা দুমুঠো চালও থাকে না। সুন্দর বন থেকে স্বামীর মৃত্যুর সংবাদে প্রতিবেশীরা একবেলা শুধু দুটো ভাত খেতে দেওয়া ছাড়া আর কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করে না। এমত অবস্থায় অনেক নারী প্রধান পরিবারের ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। স্বামীর মৃত্যুর পর নারীটিকে শ্বশুর বাড়ী থেকে ছেলে মেয়ে সহ বের করে দেয় এবং বাবা-মায়ের বাড়ীতেও পায় না জায়গা। মহিলাটির সন্ত্বন নিয়ে মাথা গুজার মতো এত টুকু ঠাঁই মেলে না। প্রতিবেশীদের কাজ করে দেওয়ার বিনিময়ে বারান্দায় ছেলে মেয়েকে থাকতে দেয়। তারপরেও তারা নানা রকম লাঞ্চনা গঞ্জনার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। এমন হয় যে, বর্ষার মৌসুমে তাদের সারা রাত ভিজতে হয়। এমন অনেক মহিলা আছে যারা প্রতিবেশীর বারান্দায় ও ঠাঁই পায় না। এই সকল মহিলাদের করুণ কাহিণী বর্ণনা করা সত্যিই কঠিন।

গাবুরার সামাজিক চিত্র একটু ভিন্ন রকম। এখানে সাধারণত মেয়েদের ১২ বছরের নীচে বিয়ে দেওয়া হয়। এমনও দেখা গেছে যে, অনেক বৃদ্ধের সাথে ১২ বছরের নীচে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে মেয়ের বিয়ে হয়েছে তার বয়স বৃদ্ধের নাতনীর বয়সের সমান। কয়েক বছর পরে বৃদ্ধের মৃত্যু হলে মেয়েটির জীবনে নেমে আসে করুন পরিণতি। বাবা মা তাদের সীমাহীন দারিদ্রতা এবং অনিশ্চিত ভবিষৎতের কারণে মেয়েকে নামে মাত্র বিয়ে দিয়ে দেয়। অনেকে যৌতুকের ভয়ে তারা হঠাৎ করে আসা অনেক দাগি আসামী ও পরিচয় বিহীন ব্যক্তির কাছে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেয়। কণ্যার ভবিষ্যতের চেয়ে বাবা মায়ের কাছে তার বিয়ে দেওয়াটা প্রধান ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। দুই একটি বাচ্চা জন্ম গ্রহন করার পর পরই তাদের স্বামীরা দায়িত্ব নেওয়ার ভয়ে পরিবার ছেড়ে পালায় অথবা অন্যত্র বিয়ে করে। ফলে এই সকল নারীর জীবনে নেমে আসে করুণ পরিণতি। এই চিত্র সমগ্র গাবুরা ইউনিয়নে সর্বত্র সমান ভাবে বিরাজ করছে। গাবুরার যে কোন গ্রামে গেলে বহু সংখ্যক নারী প্রধান পরিবার পাওয়া যাবে যারা সীমাহীন দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করেছে। এর কোন সমাধান নেই কারণ তারা সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল। পরিবারের পুরুষ প্রধানদের বাঘে খাওয়ার ঘটনা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ভাবে সমগ্র ইউনিয়নে স্বামী হারা মহিলাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই সকল মহিলাদের জীবন জীবিকার অবস্থা যে কত করুন এবং ভয়াবহ তা চোখে না দেখলে ও তাদের সাথে কথা না বললে, আমাদের বাহিরে থেকে অনুমান করা অত্যন্ত কঠিন।

1.3 M‡elYvi avibv-

এই জাতীয় গবেষণা উক্ত অঞ্চলে আগে করা হয়নি। সুশীলন নামক এনজিওটি এই সকল নারীর জীবন জীবিকার মান উন্নয়নে কাজ করে আসছে। আমি সুশীলনের কর্মকতা ও কর্মচারীদের সাথে আলোচনা মাধ্যেমে নারী প্রধান পরিবারের জীবন জীবিকা সম্পর্কে একটি চিত্র জানতে পেরেছিলাম। সুশীলন দক্ষিন পশ্চিম উপকুলীয় অঞ্চলের নারী প্রধানদের জীবন জীবিকা অদুর ভবিষ্যতে কোন দিকে প্রবাহিত হবে, সে বিষয়টি জানার প্রয়োজনীতা বোধ করছিল। উক্ত অঞ্চলের কর্মরত অন্যন্যা প্রতিষ্ঠান ও এনজিওদের মধ্যে এই জাতীয় গবেষণার প্রয়োজনীয়তার অভাব দার“ন ভাবে পরিলক্ষীত হচ্ছিল। এই তথ্য থেকে আমার গবেষণাটি করার ধারণা জন্মায়।

1.4 Kg©GjvKvi †fŠMwjK I Av_©-mvgvwRK Ae¯'vb-

সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ড়ে অবস্থিত শ্যামনগর উপজেলা। এই উপজেলা সদর হতে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দক্ষিনে অবস্থান করছে পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ একক ম্যানগ্রোভ বনভুমি। জীব বৈচিত্রের এক বিশ্ময়কর নাম সুন্দরবন। পৃথিবীর বহুদেশের সৌন্দর্য পিপাসু মানুষেরা সৌন্দর্য উপভোগের জন্য এই বন ভ্রমন করতে আসে। বিখ্যাত রয়েলবেঙ্গল টাইগার , চিত্রা হরিণ, নানা রকম বৃক্ষ রাজি আর ছোট বড় অসংখ্য নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত এই বন ভুমি। অসংখ্য সৌন্দর্য পিপাসু মানুষ এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মূগ্ধ হয়। কিন্ড় কেউ কি এক বার ও চেয়ে দেখে এই সৌন্দর্যের লীলা ভূমির আসে-পাশে যারা বসবাস করছে তাদের জীবন জীবিকা কেমন ভাবে চলছে ? সুন্দরবনের সবচেয়ে নিকটে অবস্থিত শ্যামনগর উপজেলার সর্ব দক্ষিণে চারিদিকে নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত ব-দ্বীপটির নাম গাবুরা।

১.৪.১ ভূ-প্রকৃতি-

গাবুরা হল একটি ব-দ্বীপ। জোয়ার-ভাটায় বয়ে আনা পলিদ্বারা গঠিত এই ভূ-ভাগ। বেশি দিন আগে এর জন্ম হয়নি। মাত্র ১১০ থেকে ১২৫ বছর আগে বনকেটে জনবসতি গড়ে ওঠে। এখনও মাঠে একটু গর্ত খুড়লেই পাওয়া যায় প্রচুর পরিমানে গাছের গুড়ি। আর এ থেকে অনুমান করা যায় এটি সুন্দরবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। এর চার পাশ নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত । উওর পশ্চিম ও দক্ষিণের অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে খোলপাটুয়া নদী, উওর পূর্ব ও দক্ষিণের অন্য অংশ জুড়ে রয়েছে কপোতাক্ষ নদী।

১.৪.২ সামাজিক অবস্থা-

গাবুরার সামাজিক অবস্থা খুবই নাজুক। সাধারণত পুর“ষরা পরিবারের প্রধান। তবে নারী প্রধান পরিবার সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রথা এখানে খুব প্রবল। এছাড়া এখানে প্রচুর সামাজিক কলহ বিদ্যমান। ঝগড়া-ঝাটি, মারা-মারি যেন এখানকার মানুষের নিত্য দিনের সাথি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে এখানকার শতকরা ৭৭% প্রাপ্ত বয়স্ক পুর“ষ কোন না কোন মামলায় জড়িত। আয়ের অনেক অংশই চলে যায় মামলা মকদ্দমায়। 'জোর যার মুল□ক তার' কথাটি এখানে খুবই প্রযোজ্য। এই ইউনিয়নের তালাক প্রাপ্তা অথচ যৌবনাবতী মহিলার সংখ্যা ১৯১জন, বিধবা ২২১ জন। ১০ বছর আগে থেকে যে সমস্ড় মুানষ বাঘের আক্রমনে প্রান হারিয়েছে তার সংখ্য ২২০ জন। স্বামী পরিত্যক্তা মহিলার সংখ্যা ৭২ জন। এ থেকে এখানকার সামাজিক অবস্থা অনুমান করা যায় ধনীরা গরীবদের উপর জুলুম ও অত্যাচার করে। এখানে সুদ বা মহাজনীয়

কারবার চালু রয়েছে। মহাজনদের কাছ থেকে প্রয়োজনে ঋন গ্রহণ করে টাকা সময় মত ফেরত দিতে ব্যর্থ হলে ভিটে-বাড়ি বিক্রি করতে হয়। ফলে গরীর মানুষ আরও গরীর হয়ে পড়েছে।

১.৪.৩ পেশাগত অবস্থা-

এখানকার মানুষের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০% জন মানুষের পেশা নদীতে মাছ ধরা ও বিক্রি করা। শতকরা ৫ থেকে ৭ ভাগ মানুষ বন থেকে মধু ও কাঠ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। নিম্নবিত্ত পরিবারের মহিলারা নদীতে জাল দিয়ে চিংড়ী পোনা ধরে ও বিক্রি করে, কোন কোন সময় দিন মজুরের কাজ করে। কেউ কেউ পরের বাড়ীতে ঝিয়ের কাজও করে।

১.৪.৪ অর্থনৈতিক অবস্থা-

এখানকার বেশীর ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। এ সমাজে মাত্র হাতে গোনা কয়েক জন বিত্তবান লোক রয়েছে। মোট ৬,২৯৫ টি পরিবারের মধ্যে ২০৭ টি পরিবার ধনী, যাদের ২০ বিঘার উপরে জমি আছে। ৭৩৭ জন মধ্য বিত্ত, যাদের ৮/১০ বিঘা জমি রয়েছে অথবা ছোট খাট ব্যাবসার সাথে জড়িত। ১৮৭০টি পরিবার গরিব, যাদের জমির পরিমান ২/৩ বিঘা, কারো বা জাল, নৌকা আছে কারো বা নেই। দিন মজুরী দিয়ে, বন থেকে কাঠ কেটে, মধু সংগ্রহ করে অতি কষ্টে এদের সংসার চলে। ৩,৪৮১টি পরিবার খুবই গরিব, ভিটা বাড়ী ছাড়া ধানের কোন জমি নেই। দিন আনা দিন খাওয়া এভাবেই চলে এদের জীবন চলে। এ সমস্ড় পরিবারের মেয়েরা ও বউরা নদীতে চিংড়ী পোনা ধরে মাঠে দিন মজুরীর কাজ করে, কেউ কেউ বা ঝিয়ের কাজও করে।

১.৪.৫ স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন-

সভ্য সমাজ হতে প্রায় বিচ্ছিন্ন এ জনপদটির স্বাস্থ্য গত অবস্থা আরো খারাপ। স্বাস্থ্য সম্পর্কে যেমন তারা অসচেতন, তেমনি সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি গুর"ত্ব কম দেওয়ায় এখানকার মানুষদের নানা রকম রোগ ব্যাধীতে আক্রান্ড় হতে হয়। সমগ্র ইউনিয়নে মাত্র ৪ টি স্বাস্থ্য ক্লিনিক থাকলেও সেখানে নেই কোন এম.বি.বি.এস ডাক্তার, নেই কোন প্যারামেডিক্স, মাত্র ২ জন করে স্বাস্থ্য সেবিকা রয়েছে ক্লিনিক গুলিতে। ৬২৯৫ টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ৪৮১টি পরিবার রিং স্লাবওয়ালা পায়খানা ব্যবহার করে। ফলে বহু মানুষ কলেরা, আমাশয় ও নানা রকমের পেটের পিড়ায় ভোগে। ইউনিয়নে ১৭৩ জন প্রতিবন্ধি রয়েছে। সাগর সংলগ্ন দ্বীপটিতে পান যোগ্য পানির ব্যাবস্থা নেই বললেই চলে। সারা ইউনিয়নে মাত্র ১১ টি পুকুর রয়েছে। ২/৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে সে সমস্ড় পুকুর গুলি হতে খাবার পানি সংগ্রহ করে মেয়েরা। সারা ইউনিয়নে মাত্র ১১ টি টিউবওয়েল ও ৬ টি Rain Water Harvester রয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

১.৪.৬ পরিবেশ-

ইউনিয়নটিতে শতকরা প্রায় ৭৫% জমিতে বাগদা চিংড়ী চাষ হয়। নদী থেকে চাষ যোগ্য জমিতে লবণ পানি উঠানো হয় । যার ফলে গাছ পালা মারা যাচ্ছে। যদিও স্থানীয় গরীব জনসাধারণ এর বিপক্ষে কিন্তু প্রভাশালীদের প্রভাবের কারণে এর থেকে পরিত্রানের কোন উপায় নেই। মানুষ যেখানে সেখানে মল মুত্র ত্যাগ করে, ফলে পরিবেশ খুবই নোংরা হয়। লোনা পানির কারণে ফসলের পরিমান কমতে শুর" করেছে, দেখা দিয়েছে পশু খাদ্যের অভাব । ফলে বিভিন্ন প্রজাতির পশু পাখি প্রায় বিলুপ্তির পথে।

১.৪.৭ শিক্ষা-

প্রায় ৩৪০০০ অধ্যুষিত এই ইউনিয়নে মাত্র ৮ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩ টি বে-সরকারী প্রাথামিক বিদ্যালয়, ৩ টি বে-সরকারী হাই স্কুল ও মাত্র ৩ টি মাদ্রাসা রয়েছে। কোন কলেজ নাই। শিক্ষার হার মাত্র ১৯% ।

১.৪.৮ ধর্ম-

এখাকার শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং বাকি ৫ ভাগ হিন্দু।

১.৪.৯ যাতাওয়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা-

এখানকার সবচেয়ে বড় সমস্যা অনুন্নত যাতাওয়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। মাত্র ৪.৭ কিলোমিটার ইটের সলিং রয়েছে এবং ৮২ কিলেমিটার কাচাঁ রাস্ড়। পিচ রাস্ড় নেই। বর্ষা মৌসুমে যাতায়াতের প্রধান বাহন হল নৌকা। অন্য মৌসুমে পায়ে হেটে চলতে হয়। স্থল পথে যাতায়াতের এক মাত্র মাধ্যম হলো ভাড়ায় চালিত মটর সাইকেল। শ্যামনগর সদরের সাথে সরাসরি কোন স্থল যোগাযোগ নাই। খোলপাটুয়া ও কপোতাক্ষ নদী এই ইউয়িনকে অন্যান্য স্থল ভাগ থেকে পৃথক করে রেখেছে। এখানে কোন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নাই। কয়েক বছর থেকে মোবাইল ফোন চালু হয়েছে যা সংখ্যায় অতি নগন্য। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এলাকাটি অবহেলিত রয়েছে।

wØZxq Aa¨vq

2.1 M‡elYvi cÖfvg I ‡hŠw³KZv -

বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ক বই, কিছু রিপোর্ট, ডকুমেন্ট এবং গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকুলীয় অঞ্চলে দিনের পর দিন নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই তথ্য থেকে এই জাতীয় নারী প্রধান পরিবারের জীবন জীবিকা নিয়ে গবেষণার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

নিম্নে বিভিন্ন গবেষণায় বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকুলীয় অঞ্চলের সামগ্রিক জীবন জীবিকা নিয়ে যে ধরনের কাজ হয়েছে তা হল-

1. The Livelihood Trend Analysis of Kaliganj Thana Satkhira District from Ecological Perspective
   The study carried out for
   Southwest Regional Program (SWRP), Concern Bangladesh, Shushilan, the Local NGO of Satkhira

2. A Reflection on Changes of Livelihood and Ecological Degradation in Shymnagar, Satkhira
   The study carried out for
   Southwest Regional Program (SWRP), Concern Bangladesh and Shushilan

3. Sustainable Livelihood Assessment of NEFP- DFID
   Care Bangladesh

4. Livelihood Status of Sundarban dependant of families
   The study carried out for
   CDP (coast development partnership), Funding by Action Aid

উপরোক্ত গবেষণায় কেবল উক্ত অঞ্চলের জনগোষ্টির সামগ্রিক জীবন জীবিকা নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে কিন্তু কেবল মাত্র নারী প্রধান পরিবারের জীবন জীবিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়নি।

এই সংকীর্ণতা থেকে উত্তোরনের উপায় হিসাবে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের নারী প্রধান পরিবারের জীবন জীবিকা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমি মনে করেছি।

2.2 M‡elYvi D‡Ïk¨-

১. নারী প্রধান পরিবারের জীবন জীবিকার অবস্থা সম্পর্কে সকল শ্রেনীর মানুষের কাছে ধারণা দেওয়া।

২. সাধারণত নারী প্রধান পরিবারটি কি ধরনের পেশার সাথে যুক্ত থাকে তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

৩. নারী প্রধানের সামাজিক অবস্থান যাচাই করা।

৪. নারী প্রধান পরিবারের সার্বিক পবির্বতনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৫. নারী প্রধান পরিবারের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা।

৬. নারী প্রধান পরিবারের সমস্যা চিহ্নিত করা ও সমাধানে উপায় উৎভাবন করা।

2.3 M„nxZ AbyKí-

নারী প্রধান পরিবারের জীবন জীবিকার মান কমে যাচ্ছে।

ZZ…xq Aa¨vq

M‡elYvq e¨eüZ c×wZ mgyn-

3.1 M‡elYvi mgq Kvj

তিন মাস (ডিসেম্বর ২০০৫ থেকে ফেব্র“য়ারী ২০০৬)

3.2 M‡elYvi welq wbe©vP‡bi mnvqK-

”দক্ষিন পশ্চিম সুন্দরবন উপকুলীয় অঞ্চলের নারী প্রধান পরিবারের জীবন জীবিকা” নামক গবেষণার বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ক বই, কিছু রিপোর্ট, ডকুমেন্ট এবং গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে। এছাড়াও উন্নয়ন বিষয়ক সমাজ কর্মী, উন্নয়ন বিষয়ক সমাজ বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন গবেষণালব্ধ প্রতিষ্ঠান ও কর্মরত বিভিন্ন এনজিও- এর কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ আলোচার মাধ্যমে বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে ।

3.3 GjvKv wbe©vPb-

কোন প্রকার লটারী ছাড়াই শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ইউনিয়নের চকবারা, ছোট গাবুরা, খলিসা বুনিয়া, খোলপাটুয়া, ডুমুরিয়া ও নয় নম্বর সরা গ্রামগুলিকে গবেষণার এলাকা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

3.4 cÖkœcÎ ˆZix-

উন্নয়ন বিষয়ক সমাজ বিশেষজ্ঞদের সাথে আলাপ আলোচার মাধ্যমে, বিভিন্ন গবেষণা কর্মের প্রশ্ন পত্র দেখে এবং কর্মরত বিভিন্ন এনজিও বিশেষ করে সুশীলনের কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ আলোচার মাধ্যমে প্রশ্ন পত্র তৈরী করা হয়েছিল।

3.5 bgybvqb-

এই গবেষণায় Random Sample এর মাধ্যমে উওর দাতা নির্বাচন করা হয়েছে। গাবুরা ইউনিয়নে মোট ৩৬০ টি নারী প্রধান পরিবারের মধ্যে থেকে ১০% হিসাবে ৩৭ টি পরিবারকে নির্বাচন করা হয়েছিল।

3.6 Z_¨ msMÖ‡ni Drm-

বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ক বই, রিপেট, ডকোমেন্ট, গবেষণালব্ধ বিষয়, উন্নয়ন বিষয়ক সমাজ বিশেযজ্ঞ, বিভিন্ন গবেষণালব্ধ প্রতিষ্ঠান ও কর্মরত এনজিও সুশীলন, কেয়ার-বাংলাদেশ ও বিসিএস গবেষণা প্রতিষ্টানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

3.7 ¯^vÿvrKvi MÖnY cÖkœc‡Îi aib -

এই গবেষণয় তথ্য সংগ্রহ করা হয় স্বাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। স্বাক্ষাৎকারের সময় প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়। এই প্রশ্নপত্রের ধরণ ছিল দুই রকমের যথা-

১. উন্মুক্ত প্রশ্ন

২.নিয়ন্ত্রিত প্রশ্ন

১. *উন্মুক্ত প্রশ্নপত্র-*

উন্মুক্ত প্রশ্নপত্রে উওরদাতার পুর্ন স্বাধীনতা রয়েছে ।

২. *নিয়ন্ত্রিত প্রশ্নপত্র-*

নিয়ন্ত্রিত প্রশ্নপত্রে উওরদাতার নিদিষ্ট উওরের বাহিরে উওর দেওয়ার সুযোগ নেই।

3.8 Z‡_¨i we‡kłY cw×Z-

এই গবেষণায় তথ্য বিশে- ষণ করা হয়েছে একক চলক বিশে- ষণের মাধ্যমে। তথ্য বিশে- ষণ ক্ষেত্রে দুই ধরনের পরিমাপক করা হয় যথা-

১. গুণ বাচক
২. সংখ্যা বাচক

১. গুন বাচক-

গুন বাচকের সাহিয্যে গুণগত চলক গুলিকে বিশে- ষণ করা হয়েছে।

২. সংখ্যা বাচক-

সংখ্যা বাচকের মাধমে শ্রেনী ব্যপ্তী বিশে- ষণ করা হয়েছে।

এই গবেষণার তথ্য বিশে- যণ করা হয় শতকরা হারে, বিভিন্ন স্ড়স্ত চিত্র এবং কম্পিউটারের Excel program -এর মাধ্যমে ।

চতুর্থ অধ্যায়

4.1 <u>M‡elYvjä Z_¨ Dc¯'vcb I we‡kłY-</u>

4.1.1 bvix cÖvb cvie‡ii mvgvMÖKmvaviY Z_¨ Dc¯'vcb I we‡kłY-

সারণী -১

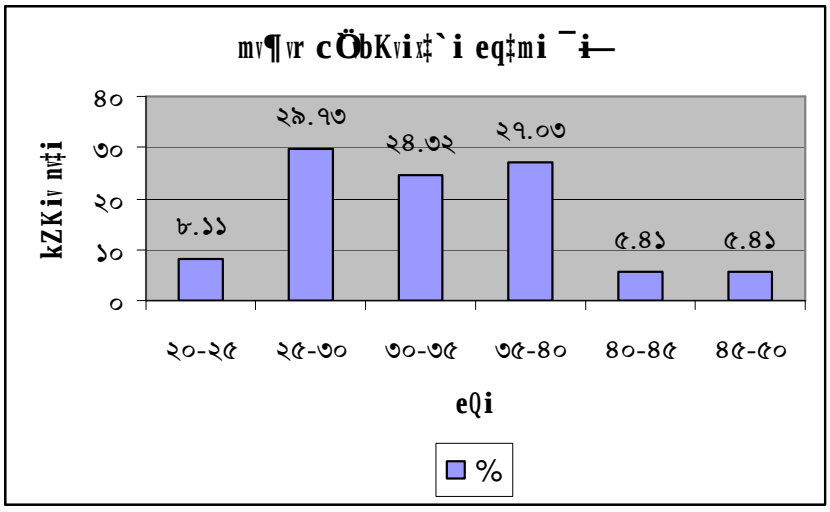

সারণী-১ বিশে- ষণে দেখা যায় যে, মোট ৩৭ জন উওর দাতার বেশীর ভাগ নারী প্রধানের বয়স ২৫-৪০ বছর, শতকরা ৫৭%। এছাড়া ২০-২৫ বছর বয়সের নারীদের সংখ্যা শতকরা ৮%। ৪০-৫০ বছর বয়সের নারীদের সংখ্যা শতকরা ১১%। সারণীর অধিকাংশ নারীদের বয়স বর্তমানে ২৫-৩০ বছরের মধ্যে তবে তাদের পরিবার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহন করতে হয়েছিল আরো ১০ বছর আগে। ভালভাবে পরিবার সম্পর্কে জানার বা বোঝর আগেই একজন নারীকে পরিবারের সমগ্রিক দায়িত্ব গ্রহন করতে হয়েছিল।

সারণী -২

সাক্ষাৎ প্রদানকারী পরিবারে সদস্য সংখ্যা

m`m¨v msL¨v	cwievi msL¨v	%
১-৫	৩২	৮৬.৪৯
৫-১০	৫	১৩.৫১
†gvU	37	100.00

সারণী-২ বিশে- ষণ করলে দেখা যায় যে, মোট ৩৭ জন সাক্ষাৎ প্রদানকারী পরিবারের মধ্যে ৩২ টি পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১-৫ জন, শতকরা ৮৬%। যা বাংদেশের একটি সাধারণ পরিবারের সদস্য সংখ্যার সাথে মেলে। বাকী পাঁচটি নারী প্রধান পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫-১০ জন, শতকরা ১৩%।

সারণী -৩

উওর দাতা নারী প্রধান পরিবারের ছেলে মেয়েদের বয়সের স্ড়র

eq‡mi ¯‹i—	cwievi msL¨v	%
০-৫	২১	৫৬.৭৬
৫-১০	১০	২৭.০৩
১০-১৫	৩	৮.১১

১৫-২০	২	৫.৪১
২০+	১	২.৭০
†gvU	**37**	**100.00**

সারণী-৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ২১ টি পরিবারের বেশীর ভাগ ছেলে মেয়েদের বয়সের স্ড়র ৫ বছরে মধ্যে, শতকরা ৫৭% । এই সন্ড়ানরা কেউ কর্মক্ষম নয় এরা সকলে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ১০ টি পরিবারের ছেলে মেয়েদের বয়সের স্ড়র ৫-১০ বছরে মধ্যে, শতকরা ২৭% । ৩ টি পরিবারের ছেলে মেয়েদের বয়সের স্ড়র ১০-১৫ বছরে মধ্যে, শতকরা ৮% । এই সকল পরিবারের ছেলেদের বয়স পনেরোর বেশী হলে তারা বিয়ে করে অন্যত্রে চলে যায় এবং নিজের মতো করে সংসার করতে থাকে। তারা তাদের মাকে ভরন পোযণ ও দেখা শুনা করে না।

সারণী -৪

উওর দাতা নারী প্রধান পরিবারের ধরন

bvix cÖavb‡`i †kÖbx web¨vm	**msL¨v**	**%**
বিধবা	১১	২৯.৭৩
তালাক প্রাপ্তা	২	৫.৪১
বাঘে খাওয়া (স্বামীকে)	১২	৩২.৪৩
স্বামী পরিত্যক্তা	১০	২৭.০৩
অবিবাহিত	১	২.৭০
অন্যান্য	১	২.৭০
†gvU	**37**	**100.00**

সারণী-৪ শ্রেনী বিন্যাস অনুযায়ী দেখা যায় যে, মোট ৩৭টি পরিবারের মধ্যে বাঘে খাওয়া পরিবারের সংখ্যা ১২টি, শতকরা ৩২% । সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীলতার কারণে বাঘে খাওয়া পরিবারের সংখ্য্য দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিধবা পরিবারের সংখ্যা ১১টি, শতকরা ২৯% । স্বামী পরিত্যক্তা পরিবারের সংখ্যা ১০টি, শতকরা ২৭% । সুন্দর বন সংলগ্ন এলাকাতে পুরুষ প্রধানদের জীবন যাত্রার মান কমে যাওয়ায় ও পেশাগত পরির্বতনের কারণে দিনের পর দিন নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারণী -৫

নারী প্রধানের পরিবার পরিচালনার সময় সীমা

KZ eQi a‡i cwievi cwiPvjbv Ki‡Q	**cwiev‡ii msL¨v**	**%**
১-৫	১৪	৩৭.৮৪
৫-১০	২২	৫৬.৭৬
১০-১৫	২	২.৭০
†gvU	**37**	**100.00**

উপরোক্ত সারণীটি বিশে-ষণে দেখা যায় যে, ১৪টি পরিবারের নারী প্রধানরা ১-৫ বছর ধরে পরিবার পরিচালনা করে আসছে । ২২টি পরিবারের নারী প্রধানরা ৫-১০ বছর ধরে পরিবার পরিচালনা করে আসছে। ২টি পরিবারের নারী প্রধানরা ১০-১৫ বছর ধরে পরিবার পরিচালনা করে আসছে। অতত্রব পরিপূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার মতো বয়স হওয়ার অনেক আগেই তাদের পরিবারের দায়িত্ব গ্রহন করতে হয়েছিল।

4.1.2 bvix cÖvb cwiev‡ii eZ©gvb I c~‡e©i A_©‰bwZK m¤ú‡`i Z_¨ Dc¯'vcb I we‡kølY-

সারণী -৬

স্বামী থাকা কালিন এবং স্বামীর অবর্তমানে পরিবারটির মাসিক আয়

A‡qi ¯—i	¯^vgx _vK‡Z		eZ©gvb	
	cwiev‡ii msL¨v	%	cwiev‡ii msL¨v	%
<৫০০	১	২.৭০	১৮	৪৮.৬৫
৫০০-১০০০	০	০.০০	১৪	৩৭.৮৪
১০০০-১৫০০	৯	২৪.৩২	৩	৮.১১
১৫০০-২০০০	১৯	৫১.৩৫	২	৫.৪১
২০০০-২৫০০	৭	১৮.৯২	০	০.০০
২৫০০-৩০০০	১	২.৭০	০	০.০০
†gvU	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**

সারণী-৬ অনুযায়ী দেখা যায় যে, মাসিক ৫০০ টাকা আয়ের নীচে পুর“ষ প্রধান পরিবারের সংখ্যা ছিল ১ টি, শতকরা ৩% । কিন্তু বর্তমানে ৫০০ টাকা আয়ের নীচে নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা ১৮টি, শতকরা ৫৯%। ৫০০-১০০০ টাকা মাসিক আয়ের নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা ১৪ টি, শতকরা ৩৮%। ১৫০০-২০০০ টাকা মাসিক আয়ের পুর“ষ প্রধান পরিবারের সংখ্যা ছিল ১৯ টি, শতকরা ৫১%। ১৫০০-২০০০ টাকা মাসিক আয়ের নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা ২টি, শতকরা ৫%। অতত্রব আমরা সারণী থেকে দেখতে পাই আয়ের ক্ষেত্র পুর“ষ প্রধানদের তুলনায় নারী প্রধানরা তাদের ধারে কাছে নেই।

সারণী -৭

স্বামী থাকা কালিন এবং স্বামীর অবর্তমানে পরিবারের প্রধান পেশা

‡ckv	¯^vgx _vK‡Z		eZ©gvb	
	cwiev‡ii msL¨v	%	cwiev‡ii msL¨v	%
মাছ ধরা	১৬	৪৩.২৪	০	০.০০
বন থেকে কাঠ ও মধু সংগ্রহ করা	১০	২৭.০৩	০	০.০০
চিংড়ীর পোনা ধরা	০	০.০০	২৫	৬৭.৫৭
দিন মজুরী	৫	১৩.৫১	৯	২৪.৩২

ব্যবসা	৩	৮.১১	০	০.০০
নৌকা তৈরী	১	২.৭০	০	০.০০
কাঁকড়া ধরা	১	২.৭০	০	০.০০
ভিক্ষা করা	১	২.৭০	২	৫.৪১
গৃহণী	০	০.০০	১	২.৭০
†gvU	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**

সারণী-৭ বিশে- ষণে দেখা ষায় মোট উওর দাতা পরিবারের মধ্যে ১৬ টি পুরুষ প্রধান পরিবার মাছ ধরা পেশার সাথে যুক্ত ছিল, শতকরা ৪৩%। সুন্দরবন থেকে কাঠ ও মধু সংগ্রহের পেশার সাথে যুক্ত ছিল ১০ টি পুরুষ প্রধান পরিবার, শতকরা ২৭%। বর্তমানে ২৫ টি নারী প্রধান পরিবার চিংড়ীর পোনা ধরা পেশার সাথে যুক্ত, শতকরা ৬৭%। এছাড়া দিন মজুরী সাথে যুক্ত ৯ টি নারী প্রধান পরিবার, তাদের শতকরা হার ২৪%। পুরুষ প্রধানরা ভিক্ষা করত একজন কিন্তু বর্তমানে সেখানে নারী প্রধানরা ভিক্ষা করে দুই জন, দিনে দিনে ভিক্ষা করা নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবারের প্রধান আয়ক্ষম ব্যক্তির পরির্বতনের সাথে সাথে পেশার বিশেষ পরির্বতন লক্ষ করা যায়।

সারণী -৮

পরিবারের আয় সক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে

Avq m¶g e¨w³	**¯^vgx _vK‡Z**		**eZ©gv‡b**	
	cwiev‡ii msL¨v	**%**	**cwiev‡ii msL¨v**	**%**
১	২৮	৭৫.৬৮	২৬	৭০.২৭
২	৯	২৪.৩২	১১	২৯.৭৩
†gvU	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**

সারণী-৮ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, ১ জন উপার্জন সক্ষম ব্যক্তি রয়েছে এমন পুরুষ প্রধান পরিবারের সংখ্যা ছিল ২৮ টি, শতকরা ৭৬%। ১ জন উপার্জন সক্ষম ব্যক্তি রয়েছে এমন নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা ২৬ টি, শতকরা ৭০%। ২ জন উপার্জন সক্ষম ব্যক্তি রয়েছে এমন পুরুষ প্রধান পরিবারের সংখ্যা ছিল ৯ টি, শতকরা ২৪%। ২ জন উপার্জন সক্ষম ব্যক্তি রয়েছে এমন নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা ১১ টি, শতকরা ৩০%। বর্তমানে নারী প্রধান পরিবার গুলিতে ছোট বাচ্চার সংখ্যা বেশী তাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়।যেহেতু পরিবারের ছেলেটির বয়স ১৫বছর হলে সে বিয়ে করে অন্যত্রে চলে যায় ফলে ঐ পরিবারের নারীটি ছাড়া অন্য কোন কর্মক্ষম ব্যক্তি থাকে না । তাই পরিবার প্রধান ব্যক্তিটি অবকাশের কোন সুযোগ পায় না।

সারণী -৯

সঞ্চয় ও ঋনের সুযোগ স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে

mÂq I FY	**¯^vgx _vK‡Z**		**eZ©gv‡b**	
	cwiev‡ii msL¨v	**%**	**cwiev‡ii msL¨v**	**%**
সঞ্চয় ও ঋনের সুযোগ আছে	৩০	৮১.০৮	১৪	৩৭.৮৪

সঞ্চয় ও ঋনের সুযোগ নেই	৭	১৮.৯২	২৩	৬২.১৬
‡gvU	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**

সারণী-৯ বিন্যাসে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রধান থাকতে সঞ্চয় ও ঋনের সাথে যুক্ত ছিল ৩০ টি পরিবার, শতকরা ৮১%। বর্তমানে নারী প্রধান হওয়াতে সঞ্চয় ও ঋনের সাথে যুক্ত আছে ১৪ টি পরিবার, শতকরা ৩৮%। অনেক মহিলার বিভিন্ন ধরনের সমিতির সদস্য হতে চায় কিন্তু পারে না। কারণ তাদের উপার্জন এত কম যে, এনজিওরা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানরা সমিতিতে সদস্য করতে ভয় পায়। এর ফলে তারা জীবন জীবিকার সহায়ক অর্থনৈতিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সারণী -১০

ভিজিডি কার্ডের সুযোগ স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে

wfwRwW Kv‡W©i myweavmg	**¯^vgx _vK‡Z**		**eZ©gv‡b**	
	cwiev‡ii msL¨v	**%**	**cwiev‡ii msL¨v**	**%**
ভিজিডি কার্ডের সুযোগ আছে	১	২.৭০	৬	১৬.২২
ভিজিডি কার্ডের সুযোগ নেই	৩৬	৯৭.৩০	৩১	৮৩.৭৮
‡gvU	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**

সারণী-১০ বিশে-ষণে দেখা যাচ্ছে যে, পুরুষ প্রধান থাকতে ভিজিডি কার্ডের সুযোগ গ্রহন করেছিল ১ টি পরিবার। বর্তমানে নারী প্রধান হওয়াতে ভিজিডি কার্ডের সুযোগ গ্রহন করছে ৬ টি পরিবার। যদি এই ভিজিডি কার্ডের সাহায্য টুকু না পেতো তাহলে অনেক পরিবারে নুন্নতম এক বেলা ভাত ও জুটতো না। দিনের পর দিন তাদের হয়তো বা অনাহারে থাকতে হতো।

সারণী -১১

বর্তমানে নারী প্রধান পরিবার গুলির বিধবা ভাতার সুযোগ

weaev fvZvi Ae¯'v	**cwiev‡ii msL¨v**	**%**
বিধবা ভাতার সুযোগ আছে	৩	৮.১১
বিধবা ভাতার সুযোগ নেই	৩৪	৯১.৮৯
‡gvU	**37**	**100.00**

সারণী-১১ অনুসারে বলা যায় মোট ৩৭টি নারী প্রধান পরিবারের মধ্যে ৩টি পরিবার বিধবা ভাতা পায়। বাকী ৩৪টি পরিবার পায় না। দেখা যাচ্ছে মাত্র ৩টি পরিবার অর্থনৈতিক ভাবে একটু বেশী সুবিধার ভোগ করছে।

সারণী -১২

পরিবার গুলির বিনোদনের সুযোগ স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে

we‡bv`‡bi myhvM myeav	¯^vgx _vK‡Z		eZ©gv‡b	
	cwiev‡ii msL¨v	%	cwiev‡ii msL¨v	%
রেডিও	৪	১০.৮১	০	০.০০
টেপ	৩	৮.১১	০	০.০০
বিনোদনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত	৩০	৮১.০৮	৩৭	১০০.০০
‡gvU	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**

সারণী-১২ তে পুর ̄ষ প্রধান থাকতে রেডিও ব্যবহার করত ৪ টি পরিবার, শতকরা ১১%। টেপ ব্যবহার করত ৩টি পরিবার, শতকরা ৮%। বিনোদনের সুযোগ ছিল ৩০টি পরিবার, শতকরা ৮১%। এখন নারী প্রধান পরিবার গুলির কোন প্রকার বিনোদনের সুযোগ নেই। তাদের মতে,পেটে ভাত নেই তো মনে আনন্দ করবো কখন।

4.1.3 bvix cÖvb cwiev‡ii eZ©gvb I c‡e©i mn‡hvwMZvRK m¤úú‡`i Z_¨ Dc¯’vcb I we‡kølY-

সারণী -১৩

সহযোগীতা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীদের ভুমিকা স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে

প্রতিবেশীদের mn‡hvMxZvi ¯—i	¯^vgx _vK‡Z		eZ©gv‡b	
	cwiev‡ii msL¨v	%	cwiev‡ii msL¨v	%
সহযোগীতা প্রদান করে	২২	৫৯.৪৬	৩	৮.১১
সহযোগীতা প্রদান করে না	১৫	৪০.৫৪	৩৪	৯১.৮৯

‡gvU	37	100.00	37	100.00

সারণী-১৩ বিশে-ষণে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রধান থাকতে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগীতা পেত এমন পরিবারের সংখ্যা ২২টি, শতকরা ৫৯%। বর্তমানে মাত্র ৩টি নারী প্রধান পরিবার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগীতা পেয়ে থাকে, শতকরা ৮%। বাকী পরিবার গুলিকে প্রতিবেশীরা কোন প্রকার সাহায্য সহযোগীতা করে না। বর্তমানে প্রতিবেশীরা মুখের কথা দিয়েও সহযোগীতা করতে চায় না।

সারণী -১৪

ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সম্পৃক্ততা স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে

BDwbqb cwil‡`i m¤ú„³Zv	¯^vgx _vK‡Z		eZ©gv‡b	
	cwiev‡ii msL¨v	%	cwiev‡ii msL¨v	%
সম্পৃক্ততা আছে	৪	১০.৮১	২	৫.৪১
সম্পৃক্ততা নেই	৩৩	৮৯.১৯	৩৫	৯৪.৫৯
‡gvU	37	100.00	37	100.00

সারণী-১৪ শ্রেনী বিন্যাস অনুযায়ী দেখা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদের সাথে পুরুষ প্রধানদের যোগাযোগ ছিল এমন পরিবারের সংখ্যা ৪টি, শতকরা ১১%। ইউনিয়ন পরিষদের সাথে পুরুষ প্রধানদের যোগাযোগ ছিল না এমন পরিবারের সংখ্যা ৩৩টি, শতকরা ৮৯%। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে নারী প্রধানদের যোগাযোগ আছে এমন পরিবারের সংখ্যা ২টি, শতকরা ৫%। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে নারী প্রধানদের যোগাযোগ নেই এমন পরিবারের সংখ্যা ৩৫ টি, শতকরা ৯৫%। এ ক্ষেত্রে নারী প্রধান পরিবার গুলি নানা রকমের সরকারী সুযোগ- সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সারণী -১৫

সামাজিক সুযোগ সুবিধার অবস্থা স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে

mvgvwRK †¶Î myhvM myeav	¯^vgx _vK‡Z		eZ©gv‡b	
	cwiev‡ii msL¨v	%	cwiev‡ii msL¨v	%
সামাজিক ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা আছে	৭	১৮.৯২	৩	৮.১১
সামাজিক ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা নেই	৩০	৮১.০৮	৩৪	৯১.৮৯
†gvU	37	100.00	37	100.00

সারণী-১৫ বিশে-ষণে দেখা ষায় যে, সামাজিক নানা রকম সুযোগ সুবিধার সাথে পুরুষ প্রধানদের সম্পৃক্ততা ছিল এমন পরিবারের সংখ্যা ৭টি, শতকরা ১৯%। কোন প্রকার সামাজিক সুযোগ সুবিধার সাথে পুরুষ প্রধানদের সম্পৃক্ততা ছিল না এমন পরিবারের সংখ্যা ৩০টি, শতকরা ৮১%। বর্তমানে সামাজিক নানা রকম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে এমন নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা ৩টি, শতকরা ৮%। সামাজিক সুযোগ সুবিধার থেকে বঞ্চিত এমন পরিবারের সংখ্যা ৩৪টি, শতকরা ৯২%। এ থেকে বোঝা যায় যে, নারী প্রধান পরিবার গুলি সামাজিক ভাবে পুরুষ প্রধান পরিবারের চাইতে অনেক ধরনের সুযোগ থেকে দিনে পর দিন বঞ্চিত হচ্ছে।

সারণী -১৬

বর্তমানে সার্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সহায়ক কোন পরামর্শ বা উপদেশ পায় কিনা

mvnvh¨ `vbKvixi †kÖbx	cwievi‡ii msL¨v	%
এনজিও	৭	১৮.৯২
প্রতিবেশী	৪	১০.৮১
আত্মীয়-স্বজন	৩	৮.১১
সহযোগিতা করে না	২৩	৬২.১৬
‡gvU	**37**	**100.00**

সারণী-১৬ বিশে-ষণে দেখা ষায় যে, নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন বা বেশী উপার্জন করার পরামর্শ পায় এমন নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা ১৪ টি, শতকরা ৩৮%। কোন প্রকার উপদেশ বা পরামর্শ পায় না এমন পরিবারের সংখ্যা ২৩টি, শতকরা ৬২%। যার ফলে নারী প্রধান পরিবার গুলির জীবন জীবিকার সহায়ক ভাল উপার্জন করার মত কাজে সাথে তারা যুক্ত হতে পারছে না।

সারণী -১৭

সামাজিক ন্যায় বিচার পাওয়ার অবস্থা স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে

সামাজিক ন্যায় বিচার পাওয়ার অবস্থা	¯^vgx _vK‡Z		eZ©gv‡b	
	cwievi‡ii msL¨v	%	cwievi‡ii msL¨v	%
সুযোগ আছে	১৩	৩৫.১৪	৩	৮.১১
সুযোগ নেই	২৪	৬৪.৮৬	৩৪	৯১.৮৯
‡gvU	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**

সারণী-১৭ বিশে-ষণে দেখা ষায় যে, পুরুষ প্রধান থাকতে সামাজিক ন্যায় বিচার পেতো এমন পরিবারের সংখ্যা ১৩টি, শতকরা ৩৫%। সামাজিক ন্যায় বিচার পেতো না এমন পরিবারের সংখ্যা ২৪টি,

শতকরা ৬৫%। বর্তমানে নারী প্রধান পরিবারের সামাজিক ন্যায় বিচার পায় এমন পরিবারের সংখ্যা ৩টি, শতকরা ৮%। সামাজিক ন্যায় বিচার পায় না এমন পরিবারের সংখ্যা ৩৪টি, শতকরা ৯২%। সামাজিক ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে পুর"ষ প্রধানের চেয়ে নারী প্রধানেরা অনেক কম সুযোগ পাচ্ছে। ফলে নারী প্রধান পরিবার গুলির কাজ করার ক্ষেত্রে মনোবল দিনে পর দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

4.1.4 bvix cÖavb cwiev‡ii eZ©gvb I c‡ei©gvbweK m¤ú` m¤úwK©Z Z_¨ Dc¯'vcb I we‡kølY-

সারণী -১৮

উওর প্রদান নারী প্রধানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

wk¶vi ¯—i	নারী প্রধানদের সংখ্যা	%
নিরক্ষর	২০	৫৪.০৫
নাম সই	১৩	৩৫.১৪
পঞ্চম শ্রেনী	৪	১০.৮১
‡gvU	**37**	**100.00**

সারণী-১৮ শ্রেনী বিন্যাস অনুযায়ী দেখা যায় যে, নারী প্রধানরা লেখা পড়া জানে না এমন পরিবারের সংখ্যা ২০টি, শতকরা ৫৪%। নাম সই করতে পারে তাদের সংখ্যা ১৩টি, শতকরা ৩৫%। পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ড় পড়েছে তাদের সংখ্যা ৪টি, শতকরা ১১%। এর ফলে দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে উঠার কোন সুযোগ তারা পাচ্ছে না।

সারণী -১৯

পরিবারটির পোশাক পরিচ্ছেদের বিবরণ স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে

†cvkvK cwi‡"Q‡`i Drm I cwigvY	¯^vgx _vK‡Z				eZ©gv‡b			
	¯^i Rb¨		wkï‡`i Rb¨		wb‡Ri Rb¨		wkï‡`i Rb¨	
	cwiev‡ii msL¨v	%	cwiev‡ii msL¨v	%	cwiev‡ii msL¨v	%	cwiev‡ii msL¨v	%
স্বামী কিনে দিতো (১-২)	৩৩	৮৯.১৯	৩০	৮১.০৮	০	০.০০	০	০.০০
স্বামী কিনে দিতো (২-৪)	৪	১০.৮১	৭	১৮.৯২	০	০.০০	০	০.০০
নিজের ক্রয় করা ও প্রতিবেশীদের দেওয়া	০	০.০০	০	০.০০	১	২.৭০	২৫	৬৭.৫৭
বিভিন্ন প্রকারের দান জাকাত ও অন্যান্য উৎস থেকে (১-২)	০	০.০০	০	০.০০	৩৬	৯৭.৩০	১০	২৭.০৩
কোন উৎস থেকে পায়না ও ক্রয় করেনা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২	৫.৪১
†gvU	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**

সারণী-১৯ বিশে- ষণে দেখা ষায় যে, পুর ুষ প্রধানরা তাদের পরিবারের লোক জনদের প্রয়োজনীয় কাপড় কিনে দিতে পারত এমন পরিবারের সংখ্যা ৩৩টি, শতকরা ৮৯%। বর্তমানে নারী প্রধান পরিবার তাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় কাপড় কিনতে পারে না। এখন তারা কেউ কেউ প্রতিবেশীদের কাছ থেকে চেয়ে কাপড় পরে। বেশীর ভাগ নারী প্রধান পরিবার তাদের প্রয়োজনীয় কাপড় পেয়ে থাকে জাকাত প্রদানকারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে, এমন কি তাদের শিশুটির কাপড় বিভিন্ন ব্যক্তিদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে তাদের প্রয়োজন মিটায়। পুর ুষ প্রধান থাকতে কোন পরিবার দানের কাপড় তারা গ্রহণ করত না। এমন অনেক পরিবার ও আছে যাদের কাপড় কেনার মত সমার্থ নেই এবং তারা দানের কাপড়ও পায় না।

সারণী -২০

পরিবারটির চিকিৎসা সেবার সুযোগ সুবিধার বিবরণ স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে

চিকিৎসার m¨‡hvM myweavi weeiY	¯^vgx _vK‡Z		eZ©gv‡b	
	cwiev‡ii msL¨v	%	cwiev‡ii msL¨v	%
গ্রাম্য ও হাতুড়ে ডাক্তার	২২	৫৯.৪৬	৯	২৪.৩২
হোমিওপ্যাথি ডাক্তার	৮	২১.৬২	৩	৮.১১
কবিরাজ	৬	১৬.২২	৪	১০.৮১
ঝাড়-ফুক (ধর্মীয় মতে)	১	২.৭০	১২	৩২.৪৩
কোন প্রকার সুযোগ গ্রহন করতে পারে না	০	০.০০	৮	২১.৬২
‡gvU	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**

সারণী-২০ অনুসারে বলা যায় পুর ুষ প্রধানরা তাদের পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ হলে গ্রাম্য ডাক্তরের পেছনে টাকা খরচ করতে পারত এমন পরিবারের সংখ্যা ২২টি, শতকরা ৫৯%। অসুস্থ হলে কোন প্রকার সেবার সুযোগ ছিল না এমন পুর ুষ প্রধান পরিবার ছিল না। বর্তমানে নারী প্রধানরা তাদের পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ হলে গ্রাম্য ডাক্তরের পেছনে টাকা খরচ করতে পারে এমন পরিবারের সংখ্যা ৯টি, শতকরা ২৪%। পুর ুষ প্রধান থাকতে আগে যেখানে ঝাড়- ফুক করত ১টি পরিবার, বর্তমানে সেখানে ঝাড়- ফুক করায় ১২টি পরিবার। বর্তমানে কোন রকমের চিকিৎসা সেবা পায় না এমন নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা ৮টি, শতকরা ২৩%। যেহেতু সরকারী চিকিৎসা সেবা সেখানে নেই বললেই চলে সুতরাং কেউ অসুস্থ হলে অবস্থা যে কত ভয়াবহ হয় তা অনুমান করা যায় না।

সারণী -২১

cwiev‡ii bvixUi Amy¯'Zvi wPÎ ¯^vgx _vK‡Z Ges ¯^vgxi AeZ©gv‡b

wPwKrmvi m¨‡hvM myweavi weeiY	¯^vgx _vK‡Z		eZ©gv‡b	
	cwiev‡ii msL¨v	%	cwiev‡ii msL¨v	%
১-৫	২৪	৬৪.৮৬	২৭	৭২.৯৭
৫-১০	১	২.৭০	১০	২৭.০৩

১০-১৫	১	২.৭০	০	০.০০
সাধারণত রোগে আক্রান্ড় হতো না	১১	২৯.৭৩	০	০.০০
‡gvU	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**

সারণী-২১ বিশে- ষণে দেখা যায় যে, স্বামী থাকতে পরিবারের নারী সদস্যাটি অসুস্থ থাকত এক মাসে ১-৫দিন এমন পরিবারের সংখ্যা ২৪টি, শতকরা ৬৯%। নারী সদস্যাটি যখন পরিবারের দায়িত্ব নেয়ার পর এক মাসে ১-৫দিন অসুস্থ হয় এমন পরিবারের সংখ্যা ২৭টি, শতকরা ৭৩%। বর্তমানে নারীটি এক মাসে ৫-১০ দিন অসুস্থার জন্য কোন প্রকার আয়মুলক কাজ করতে পারে না এমন পরিবারের সংখ্যা ১০টি, শতকরা ২৭%। স্বামী থাকতে ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল এমন পরিবারের সংখ্যা ১১টি। বর্তমানে ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী কোন নারীকে পাওয়া যায়নি।

সারণী -২২

পানযোগ্য পানির উৎস ও দুরত্ব স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে

cvb‡hvM¨ cvwbi Drm I `yiZ¡	**¯^vgx _vK‡Z**		**eZ©gv‡b**	
	cwiev‡ii msL¨v	**%**	**cwiev‡ii msL¨v**	**%**
রেন ওয়াটার হারভেষ্ট (নিজে বাড়ীতে)	১	২.৭০	১	২.৭০
প্রতিবেশীর পুকুর হতে (<০.২৫কি.মি.)	৩	৮.১১	৩	৮.১১
পি এস এফ হতে (০.২৫-১কি.মি.)	১০	২৭.০৩	৯	২৪.৩২
পি এস এফ হতে (১-২কি.মি.)	২	৫.৪১	৮	২১.৬২
পি এস এফ হতে (২-৩ কি.মি.)	১৫	৪০.৫৪	১৬	৪৩.২৪
†gvU	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**

সারণী-২২ অনুসারে বলা যায় ভাল পানির ব্যবস্থা উক্ত এলাকাতে পাওয়া অত্যান্ড় কঠিন ব্যাপার। বেশীর ভাগ মানুষ পুকুরের পানি পান করে কিন্তু এই পানি পাওয়া যায় ১-২ কিলোমিটার দুরে। যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব খারাপ নৌকা ও সাইকেল ছাড়া কোন প্রকার যানবহন পাওয়া যায় না। আগে স্বামী থাকতে পানি আনা তেমন সমস্যা ছিল না। কারণ স্বামীরা পানি এনে দিত । বর্তমানে ভাল পানির সংকট সেখানে প্রায় প্রতিটি পরিবারে।

4.1.5 bvix cÖvb cwiev‡ii eZ©gvb I c‡e©i cÖvK…ZK m¤ú‡`i Z_¨ Dc¯'vcb I we‡kø-

সারণী -২৩

পরিবারটির জমির পরিমাণের বিবরণ স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে

Rwgi cwigvb (KvV‡Z)	**¯^vgx _vK‡Z**		**eZ©gv‡b**	
	cwiev‡ii msL¨v	**%**	**cwiev‡ii msL¨v**	**%**
emZ wfUv				
>৫	১২	৩২.৪৩	১৩	৩৫.১৩
৫-১০	৫	১৩.৫১	১	২.৭০
১০-১৫	০	০.০০	০	০.০০
১৫-২০	২	৫.৪১	০	০.০০

২০+	১	২.৭০	০	০.০০
Pvl‡hvM¨ Rwg				
০-১০	১	২.৭০	০	০.০০
১০-১২০	১	২.৭০	১	২.৭০
২০+	১	২.৭০	১	২.৭০
পুকুর	১	২.৭০	১	২.৭০
কোন জমি নেই	১৩	৩৫.১৪	২০	৫৪.০৫
‡gvU	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**

সারণী-২৩ বিশে- ষণে দেখা যায় যে,স্বামী থাকতে ৫কাঠার নীচে জমি ছিল এমন পরিবারের সংখ্যা ১২টি। বর্তমানে নারী প্রধানদের ৫কাঠার নীচে জমি আছে এমন পরিবারের সংখ্যা ১৩টি। ৫-১০কাঠা জমি ছিল এমন পুরুষ প্রধান পরিবারের সংখ্যা ছিল ৫টি। কোন প্রকার জমি ছিল না এমন পুরুষ প্রধান পরিবার সংখ্যা ছিল ১৩টি। বর্তমানে কোন প্রকার জমি নেই এমন নারী প্রধান পরিবার সংখ্যা ২০টি। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, স্বামীর সম্পত্তি না পাওয়ায় ও অভাবের তাড়নায় নিজের যা কিছু সম্পত্তি ছিল সব কিছু বিক্রি করে দিতে হয়েছে। ফলে বেশীর ভাগ মহিলাদের বর্তমানে সম্পত্তি নেই বললেই চলে।

সারণী -২৪

সুন্দর বনের উপর নির্ভরশীলতার বিবরণ স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে

my›`i e‡bi Dci wbf©kxjZv	**¯^vgx _vK‡Z**		**eZ©gv‡b**	
	cwiev‡ii msL¨v	**%**	**cwiev‡ii msL¨v**	**%**
নিভর্রশীলতা আছে	২৭	৭২.৯৭	৩	৮.১১
নিভর্রশীলতা নেই	১০	২৭.০৩	৩৪	৯১.৮৯
‡gvU	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**

সারণী-২৪ অনুসারে বলা যায় যে, পুরুষ প্রধান থাকতে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল ছিল ২৭টি পরিবার, শতকরা ৭৩%। সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল ছিল না এমন পরিবারের সংখ্যা ১০টি, শতকরা ২৭%। বর্তমানে নারী প্রধান অবস্থায় সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সংখ্যা ৩টি, শতকরা ৮%। সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল নেই এমন পরিবারের সংখ্যা ৩৪টি, শতকরা ৯২%। পরিবারের প্রধানদের পরির্বতনের সাথে সাথে যেমন পেশার পরির্বতন ঘটে তেমনী পরির্বতন সুচিত হয় জীবন জীবিকার অবস্থানের।

4.1.6 bvix cÖavb cwiev‡ii eZ©gvb I c~e©eZx© f~wgZ m¤ú‡`i Z_¨ Dc¯’vcb I we‡kølY-

সারণী -২৫

পরিবারটির বাসস্থান স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে

evox N‡ii Ae¯’v	**¯^vgx _vK‡Z**		**eZ©gv‡b**	
	cwiev‡ii msL¨v	**%**	**cwiev‡ii msL¨v**	**%**
নিজের ঘর	১৭	৪৫.৯৫	১২	৩২.৪৩
শ্বশুর বাড়ীতে	১২	৩২.৪৩	১২	৩২.৪৩
খাস জমিতে ঘর	৩	৮.১১	৩	৮.১১
প্রতিবেশীদের বাড়ীতে	৫	১৩.৫১	১০	২৭.০৩
†gvU	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**

সারণী-২৫ বিশে-ষণে দেখা যায় যে, পুর"ষ প্রধান পরিবার থাকতে তার নিজের বাড়ীতে থাকত এমন পরিবারের সংখ্যা ১৭টি। শ্বশুর বাড়ীতে থাকত এমন পরিবারের সংখ্যা ১২টি। খাস জমিতে ঘর করে থাকত এমন পরিবারের সংখ্যা ৩টি। প্রতিবেশীর বাড়ীতে থাকত এমন পরিবারের সংখ্যা ৫টি। বর্তমানে নারী প্রধান হওয়ার পরে শ্বশুর বাড়ীতে ঠাঁই পেয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা ১২টি। বাবার বাড়ীতে ঠাঁই পেয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা ১২টি। খাস জমিতে থাকতে পেরেছে এমন পরিবারের সংখ্যা ৩টি। নানা রকম প্রতিকুলতার মধ্যে প্রতিবেশীর বারান্দায় ঠাঁই পেয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা ১০টি। বর্তমানে তাদের নিজেদের স্থায়ী বাড়ী নেই বললেই চলে। বেশীর ভাগ নারীদের ভাসমান অবস্থায় দিন অতিবাহিত করতে হচ্ছে।

সারণী -২৬

পরিবারটির স্বাস্থ্যা সম্মত সেনিটেশন চিত্র স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে

স্বাস্থ্যা সম্মত পায়খানার অবস্থা	wgx _vK‡Z		eZg@‡b	
	cwie‡ii msL¨v	%	cwie‡ii msL¨v	%
স্বাস্থ্যা সম্মত পায়খানা	০	০.০০	০	০.০০
খোলা পায়খানা	৭	১৮.৯২	১৬	৪৩.২৪
কোন রকমের পায়খানা আছে	২৬	৭০.২৭	১১	২৯.৭৩
পায়খানা নেই	৪	১০.৮১	১০	২৭.০৩
‡gvU	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**

সারণী-২৬ অনুসারে দেখা যায় সাক্ষৎপ্রদানকারী মোট ৩৭টি পরিবার স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে কোন অবস্থাতেই স্বাস্থ্য সন্মত পায়খানা ছিল না। পুর"ষ প্রধান পরিবারে খোলা পায়খানা ছিল ৭টি। কোন রকমের পায়খানা ছিল এমন পরিবারের সংখ্যা ২৬টি । পায়খানা ছিল না এমন পরিবারের সংখ্যা ৪টি। বর্তমানে খোলা পায়খানা আছে এমন নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা ১৬টি। কোন রকমের পায়খানা আছে এমন পরিবারের সংখ্যা ১১টি। পায়খানা নেই এমন পরিবারের সংখ্যা ১০টি। পায়খানা যাদের নেই তারা যেমন জটিলতার মধ্যে আছে তেমনী নানা রকম রোগ ব্যাধির শিকার হচ্ছে। এবং আশে পাশের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

সারণী -২৭

পরিবারটির জীবন জীবিকার উৎপাদন সহায়ক যন্ত্রপাতি ও সম্পদের বিবরণ স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে

Drcv`b mnvqK hš¿cwZ I m¤ú‡`i weeiY	wgx _vK‡Z		eZg@‡b	
	cwie‡ii msL¨v	%	cwie‡ii msL¨v	%
জাল	১৫	৪০.৫৪	৪	১০.৮১
নৌকা	১২	৩২.৪৩	৫	১৩.৫১
জীবিকার সহায়ক কোন কিছু নেই	১০	২৭.০৩	২৮	৭৫.৬৮
†gvU	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**

সারণী-২৭ বিশে- ষণে দেখা যায় যে, পুর”ষ প্রধান থাকতে জীবন জীবিকার সহায়ক জাল ও নৌকা ছিল ২৭টি পরিবারের। জীবন জীবিকার সহায়ক কোন কিছু ছিল না এমন পুর”ষ প্রধান পরিবারের সংখ্যা ছিল ১০টি। বর্তমানে নারী প্রধানদের জীবন জীবিকার সহায়ক জাল ও নৌকা আছে এমন পরিবারের সংখ্যা ৯টি। জীবন জীবিকার সহায়ক কোন কিছু নেই এমন নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা ২৮টি। বেশীর ভাগ মহিলাদের কেবল মাত্র আড়াই হাত নেট জাল আছে যা দিয়ে তারা চিংড়ীর রেণু ধরে থাকে। নারী প্রধানদের জীবন জীবিকার সহায়ক সম্পদ প্রায় নেই বললেই চলে।

4.1.7 bvix cÖavb cwiev‡ii eZ©gvb I c‡e©i·`bw›`b Rxeb hvc‡bi Z_¨ Dc¯'vcb I we‡kølY-

সারণী -২৮

পরিবারটির দৈনন্দিন খাদ্যের বিবরণ স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে

Lv`¨ MÖn‡bi weeiY	¯^vgx _vK‡Z		eZ©gv‡b	
	cwiev‡ii msL¨v	%	cwiev‡ii msL¨v	%
এক বেলা	সকল পবিবার	১০০.০০	১২	৩২.৪৩
দুই বেলা	২৯	৭৮.৩৮	১৭	৪৫.৯৫
তিন বেলা	৮	২১.৬২	৮	২১.৬২
†gvU	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**

সারণী-২৮ অনুসারে বলা যায়, পুর”ষ প্রধান থাকতে এক বেলা খাওয়া হত এমন পরিবার সংখ্যা ছিল ৩৭টি। নুন্নতম দুই বেলা খাওয়া হত এমন পুর”ষ প্রধান পরিবারের সংখ্যা ছিল ২৯টি। তিন বেলা খাওয়া হত এমন পুর”ষ প্রধান পরিবারের সংখ্যা ছিল ৮টি। বর্তমানে নারী প্রধান পরিবারে একবেলা খাওয়া হয় এমন পরিবারের সংখ্যা ১২টি। নুন্নতম দুই বেলা খাওয়া হয় এমন নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা ১৭টি। তিন বেলা খাওয়া হয় এমন নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা ৮টি। পুর”ষ প্রধানের শুন্যতায় পরিবারটি খাদ্য গ্রহনে দার”ন সংকটের মধ্যে পড়েছে। বর্তমানে পরিবার গুলির জীবিকার জন্য ভাল কিছূ করার মতো কোন সুযোগ নেই, যা দিয়ে তার জীবন যাত্রার মান ভালোর দিকে নিয়ে যাবে।

সারণী -২৯

পরিবারটির খাদ্য গ্রহন তালিকায় মাছ ও মাংস চিত্র স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে

Lv`¨ ZvjKvi wPÎ	¯^vgx _vK‡Z				eZ©gv‡b			
	gvQ		gvsm		gvQ		gvsm	
	cwiev‡ii msL¨v	%	cwiev‡ii msL¨v	%	cwiev‡ii msL¨v	%	cwiev‡ii msL¨v	%
প্রতি দিন	৯	২৪.৩২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
সপ্তাহে	২১	৫৬.৭৬	৩	৮.১১	৫	১৩.৫১	০	০.০০
মাসে	৭	১৮.৯২	৩৪	৯১.৮৯	৩২	৮৬.৪৯	০	০.০০
‡gvU	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**

সারণী-২৯ বিশে- ষণে দেখা ষায় যে, পুর ুষ প্রধান থাকতে প্রতিদিন মাছ খাওয়া হত এমন পরিবারের সংখ্যা ছিল ৯টি। সপ্তাহে এক দিন মাছ খেতে পারত এমন পুর ুষ প্রধান পরিবারের সংখ্যা ছিল ২১টি। মাসে এক দিন মাছ খেতে পারত এমন পুর ুষ প্রধান পরিবারের সংখ্যা ছিল ৭টি। সপ্তাহে এক দিন মাংস খেতে পারত এমন পুর ুষ প্রধান পরিবারের সংখ্যা ছিল ৩টি। মাসে মাংস খেতে পারত এমন পুর ুষ প্রধান পরিবারের সংখ্যা ছিল ৩৪টি। বর্তমানে নারী প্রধান পরিবারে প্রতি দিন মাছ খেতে পারে এমন কোন পরিবারকে পাওয়া যায়নি। সপ্তাহে এক দিন মাছ খেতে পারে এমন নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা ৫টি। মাসে নুন্নতম একদিন মাছ খেতে পারে এমন নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা ৩২ টি। বর্তমানে নারী প্রধান পরিবারে কেবল মাত্র বছরের কোরবানীর সময় একবার দানের মাংস ছাড়া সারা বছর কোন দিন মাংস খেতে পারে না।

সারণী -৩০

পরিবার গুলিতে মৌলবাদের প্রভাব স্বামী থাকতে এবং স্বামীর অবর্তমানে

মৌলবাদের প্রভাব	¯^vgx _vK‡Z		eZ©gv‡b	
	cwiev‡ii msL¨v	%	cwiev‡ii msL¨v	%
মৌলবাদের প্রভাব আছে	২৪	৬৪.৮৬	২৭	৭২.৯৭
মৌলবাদের প্রভাব নেই	১৩	৩৫.১৪	১০	২৭.০৩
‡gvU	**37**	**100.00**	**37**	**100.00**

সারণী-৩০ অনুসারে দেখা যায় যে, স্বামী থাকতে মৌলবাদের প্রভার ছিল ২৪টি পরিবারে। কোন প্রকার মৌলবাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল না এমন পুর ুষ প্রধান পরিবারের সংখ্যা ছিল ১৩টি। বর্তমানে মৌলবাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে এমন নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা ২৭টি। মৌলবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয় না এমন নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা ১০টি। মৌলবাদের কারণে নারী প্রধানদের কাজ করতে নানা রকমের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হতে হচ্ছে।

4.2 mv¶vr MÖnbKvjxb mgm¨v mgyn-

- ক) নারী প্রধানদের বাজার বা দোকানে বসিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহন করলে প্রকৃত সত্য তথ্য বলতে চায় না, কারণ আশে পাশে অবস্থানকারী ব্যক্তির জন্য।
- খ) নদীর জোয়ার-ভাটার উপর চিংড়ীর পোনা ধরা নির্ভর করে, যেহেতু অধিকাংশ নারী প্রধানেরা নদীতে চিংড়ীর পোনা ধরে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়; সাক্ষাৎকার গ্রহনের জন্য জোয়ার-ভাটার মধ্যবর্তীকালীন সময় পর্য ড় অপেক্ষা করতে হয়।
- গ) সাক্ষাৎকার গ্রহনের সময় পাশের বাড়ীর লোকজন এসে নানা রকমের ম ড়ব্য করে, ফলে প্রশ্নের উওর প্রদানে বাধা সৃষ্টি হয়। উওর দাতা ঠিক মতো উওর দিতে চায় না।
- ঘ) পরিবারের অন্য সদস্যরা সাক্ষাৎকালীন সময় এসে বসে থাকে এবং প্রশ্নের উওর দেওয়ার সময় উওরদাতা তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে উওর প্রদানে জন্য অপেক্ষা করে, যার ফলে নানা রকমের জটিলতা সৃষ্টি হয়।

ঙ) সাক্ষাৎকার প্রদানে আগে বা পরে আশে পাশের লোকজন নানা রকমের ভয় দেখানো মন্ড়ব্য করে, ফলে উওর দাতাদের মধ্যে প্রশ্নের উওরদানে নানা রকমের সংশয় কাজ করতে থাকে।

4.3 mv¶vr MÖbKvjxb myeav mgyn-

ক) উওরদাতাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব আগ্রহের সাথে প্রশ্নের উওর প্রদানের আপেক্ষায় বসে ছিল।

খ) আমার প্রশ্ন গুলি উওর প্রদানকারীদের মনের সাথে মিশে গিয়েছিল, ফলে তাদের মন্ড়ব্য ছিল এমন ভাবে কেউ আগে আমাদের সমস্যার কথা শুনিনি।

গ) জীবনের দুঃখের কথা অন্ড়ঃ একবার বলতে পেরে ভাল লাগছে বলে তারা মন্ড়ব্য করে।

ঘ) কেউ কেউ আবার প্রশ্নের উওর প্রদানের পরে ঘন্টার পর ঘন্টার পাশে বসেছিল এবং বলেছিল এখানে বসে থেকে প্রশ্ন শুনতে আনেক ভাল লাগছে।

4.4 cÖZ_¨†Zi djvdj we‡kølY-

জীবন জীবিকার যে পাঁচটি মৌলিক বিষয় ডিএফআইডি যে ভাবে বিশে- ষণ করেছে, তার সাথে সংগতি রেখে নারী প্রধান পারিবারের স্বামী থাককে এবং স্বামীর অবর্তমানে কি অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে তার একটি তুলনামূলক বিশে- ষন নিম্নে আলোচনা করা হল-

প্রাপ্ত উওরদাতাদের উওর পর্যলোচনা করলে দেখা যায় যে, ৯৫% নারী প্রধানের জীবন জীবিকার মান পুর"ষ প্রধান থাকা অবস্থার তুলনায় সীমাহীন ভাবে নীচে নেমে গেছে।

ক) অর্থনৈতিক দিক থেকে-

পুর"ষ প্রধান পরিবারের তুলনায় নারী প্রধান পরিবারটি আর্থিকভাবে দার"ন ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছে। প্রথম দিকে পরিবার পরিচালনায় নারী সদস্যাটির উপার্জনে সম্পৃক্ত না থাকায় পরবর্তীতে পরিবারের পরিচালয় উপার্জনের ব্যপারটা তার কাছে দূঢ়হ বলে মনে হয়। পুর"ষের তুলনায় নারীদের সামাজিক ভাবে মুজুরী কম প্রদান করা এবং সামাজিক সুষোগ সুবিধা নারী প্রধানদের কম থাকার কারণে ও উপার্জন সংক্রান্ড় অদক্ষতা সব কিছু মিলে পুর"ষ প্রধান পরিবারের তুলনায় নারী প্রধান পরিবারটি অর্থনৈতিক দিকে হুমকির সন্মুখিন।

খ) প্রকৃতিক ও ভৌতিক সম্পাদের দিক থেকে-

পুর"ষ প্রধান পরিবারের তুলনায় নারী প্রধান পরিবারটি প্রকৃতিক ও ভৌতিক সম্পাদের দিক থেকে একে বারে শুন্য অবস্থায় অবস্থান করছে। তা ছাড়া স্বামীর সম্পত্তি ও জিনিষ পত্র থেকে বিতাড়িত হওয়া, এমন কি স্বামীর বাড়ীতে ঠাঁয় না পাওয়া এবং বাবার বাড়ীতে তাদের গ্রহন না করা ফলে নারী প্রধান পরিবারটি সম্পাদহীন অবস্থায় জীবন জীবিকা পরিচালিত করতে থাকে। তাছাড়া স্বামীর ভৌতিক সম্পাদ (জাল, নৌকা ও অনন্যা) সব কিছূ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এবং নিজের পেশার সাহয়ক কোন সম্পাদ না থাকার ফলে পুর"ষ প্রধান পরিবারের তুলনায় নারী প্রধান পরিবারটি প্রকৃতিক ও ভৌতিক সম্পাদের দিক থেকে শুন্য অবস্থায় আছে।

গ) সামাজিক সম্পাদের দিক থেকে-

সামাজিক সম্পাদের দিক থেকে পুর"ষ প্রধান পরিবারের তুলনায় নারী প্রধান পরিবারটি অনেক খানি পিছিয়ে আছে। নারী প্রধানদের বর্তমানে কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করে না কি প্রতিবেশী কি ইউনিয়ন পরিযদ, সার্বিকভাবে সামাজিক রীতিনীতি ও পদ্ধিতির মধ্যেও

নেই কোন প্রকান সুযোগ সুবিধার স্থান। এই দিক থেকে পুরুষ প্রধান পরিবারের তুলনায় নারী প্রধান পরিবারটি সামাজিক সুযোগহীন অবস্থার মধ্যে রয়েছে।

ঘ) *মানব সম্পাদের দিক থেকে-*

পুরুষ প্রধান পরিবারের তুলনায় নারী প্রধান পরিবারটি মানব সম্পাদ উন্নয়নের দিক থেকে পেশা, দক্ষতার, কারিগরী জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে একে বারে নীচের দিকে অবস্থান করছে।

নারী প্রধান পরিবারের বর্তমান গতি প্রকৃতি-

জীবন জীবিকার সাহায়ক এই পাঁচটি উপাদনের কোনটি নারী প্রধান পরিবার পুরুষ প্রধান পরিবার থাকা কালীন যে, ধরনের জীবন জীবিকার সাথে যুক্ত ছিল তার ধারে কাছে নয় বরং এক তৃতীয় অংশের খারাপকরছে। পরিবারটির বর্তমান অবস্থা থেকে স্পষ্ট প্রতিয়োমান তাদের জীবনযাপনের গতি ধারা নিম্ন মুখী পরির্বতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ কথা বলার অপেক্ষা রখেনা যে, নারী প্রধান পরিবারটি তাদের জীবন যাপনের মান উন্নতির জন্য পেশাগত দক্ষতা অর্জন করতে না পারে তাহলে অদুর ভবিয্যৎতে ভয়াবাহ পরিনীতির দিকে ধাবিত হবে। এর মধ্যে যদি কোন রকমের পরিবর্তন ও প্রকৃতিক বড় ধরনের বিপদজয় দেখা দেয় তাহলে উক্ত পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পারবে না বলে আমার বিশ্বাস ।এমন হতে পারে যে উক্ত পরিবার গুলি বিলিন হয়ে যেতে পারে ।

গবেষণাটির সার্বিক বিশে-ষণে এ কথা প্রমান হল নারী প্রধান পরিবারের জীবন জীবিকার মান কমে যাচ্ছে।

4.5 M‡elYvKvjxb bvix cÖvb‡`i gšÍe¨

১. মোছাঃ রাফেজা খাতুনের বক্তব্য ঃ-

মৌলবীরা ধর্মের অনেক নিয়ম কানুন আমাকে পালন করার কথা বলে কিন্তু পেটের জ্বালায় পালন করতে পারিনা। তার জন্য আমার নানা রকমের গজ্ঞনা সইতে হয়।

২. মোছাঃ বিল্কিস বেগমের বক্তব্য ঃ-

খাস জমিতে থাকি মাঝে মাঝে পাশের বড় লোকেরা ঘর কেটে তুলে দেবার হুমকি দেয়। এ ব্যপারে চেয়রম্যান ও সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে কথা বলতে চাইলে আমার কথা সমাজের কেউ শুনতে চায়না।

৩. মোছাঃ ফাতেমা খাতুনের বক্তব্য ঃ-

বাজার করার কোন ক্ষমতা নেই। ভাত খাই কেবল লবণ ও পানি দিয়ে। তবুও ঠিক মতো জুটাতে পারি না।

৪. মোছাঃ মনোয়ারা খাতুনের বক্তব্য ঃ-

এক চাচির বারান্দায় আছি, উঠতে বসতে নানা রকমের গঞ্জনা সইতে হয়। তবুও ভাল অন্ড়ত থাকার জায়গা দিয়েছে।

৫. মোছাঃ রহিমা খাতুনের বক্তব্য ঃ-

সমিতিতে থাকার ইচ্ছা আছে কিন্তু প্রতি সপ্তহে ৫ টাকা জমা দেওয়ার মতো কোন ক্ষমতা নেই। মেম্বারের সাথে কথা বলতে চাইলে এক পাশ দিয়ে চলে যায় কথা বলে না। মেম্বার মনে করে আমরা সকল সময় তাদের কাছে দানের জিনিষ চাওয়ার জন্য কথা বলছি।

৬. মোছাঃ খায়রুন নেছার বক্তব্য ঃ-

কোন বিরোধ বাধলে আমি কারোর কাছে জানালে কোন মতে শুনলেও বিচার করে না কি মেম্বার চেয়ারম্যান কি সমাজের লোকেরা। আমাদেরকে সমাজের মানুষ বলে মনে করে না তারা।

৭. মোছাঃ ফতেমা খাতুনের বক্তব্য ঃ-

সমিতিতে থাকতে চাই কিন্তু সদস্য করে না তারা বলে সঞ্চয় করার ক্ষমত কেথায় এর উপর ঋণ নিলে কিভাবে শোধ দিবে।

৮. মোছাঃ আলেয়া বেগমের বক্তব্য ঃ-

কোন অসুখ হলেও বসার উপায় নেই। ঘরে দুইটি ছোট বাচ্চা কিছু না হোক খালি দু-মুটো ভাত দিতে হবে তো। তাই জরের মধ্যেও চিংড়ীর পোনা ধরতে যেতে হয়।

সমিতির সদস্য হতে চাইলে নেয় না, ঋণ শোধ করতে পারবো না বলে।

পতিবেশীরা সাহায্য টুকুও করে না বলে আজ হাওলাত দিলে কি ভাবে শোধ করবি।

৯. গিরি বালার বক্তব্য ঃ-

সংখ্যা লঘু হওয়াতে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। আমার উপর অন্যায় করলেও প্রতিবাদ টুকু করতে পারিনা।বিচার চাইতে পারিনা। এমন কি আমি কোন কর্ম করে খাইতে চাইলে বাধা প্রদান করে।

cÂg Aa¨vq

5.1 fwel¨r M‡elYvi m¤¢vebv-

ক) এই গবেষণাটি দক্ষিণ পশ্চিম উপকুলীয় অঞ্চলের অধিষ্ট জনগেষ্টির বিরাট অংশকে নিয়ে করতে পারলে তথ্য নির্ভর ঋদ্ধ ও বাস্ড়বতার নিরিখে সমৃদ্ধ হত।

খ) কোন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতায় সর্বঙ্গিন ভাবে নারী প্রধান পরিবারের জীবন প্রনালীর চিত্র অতি সহজে তুলে আনা সম্ভব ছিল।

5.2 M‡elYvi mxgve×Zv-

ক) গবেষণাটি ছিল অতি অল্প সময়ের যার কারণে অনেক খুটিনাটি সুক্ষ্ণ বিশে- ষণ করা সম্ভাব হয়নী।

খ) সময় ও সুযোগের অভাবে এই জাতীয় তথ্য বহুল উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভাব হয়নী।

গ) গবেষণা ও ভাল বই পাওয়া পড়া এবং ধারণার ব্যপারে জ্ঞানের অভাব ছিল।

ঘ) কর্ম এলকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অতিবো খারাপ ছিল।
ঙ) সর্বপরি নিজের নানা রধনের সীমাবদ্ধা কাজ করে ছিল।
চ) বাংলাদেশের আর্দশ নারী প্রধান পরিবারের চিত্র পাওয়া সম্ভাব হয়নী ।
ছ) অন্য কোন অঞ্চলের নারী প্রধান পরিবারের সর্বঙ্গিন চিত্র দ্বারা তুলনা করা সম্ভাব হয়নী।
জ) শুধু নারী প্রধান পরিবারের জীবন জীবিকা নিয়ে গবেষণার করা হয়েছে, এমন কোন গবেষণা পত্র ও নারী প্রধান পরিবারের জীবন জীবিকা সংক্রান্ড় কোন বই পাওয়া যায়নী।

5.3 mycvwikgvjv-

ভবিষ্যৎতে সরকারী ও বে-সরকারী (এনজিও) বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এই স্টাডি ধরে আরো বিশে- ষণ র্ধমী স্টাডি করে নারী প্রধান পরিবারের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরবে। এবং জীবন ধারণের জন্য যে সকল সমস্যা প্রতিটি পরিবারকে প্রতিদিন মোকাবেল করতে হচ্ছে তার গ্রহনযোগ্য সমাধনের উপায় খুজবে বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন মূলক প্রতিষ্ঠান।

অদুর ভবিষ্যৎতে এই সকল নারীরা দক্ষতার সাথে তাদের পরিবার পরিচালনা করতে পারবে এবং পাশাপাশি তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও নিদিষ্ট লক্ষ অর্জনের জন্য কর্মরত এনজিওদের সহযোগিতায় নারী প্রধানদের অবস্থার উন্নতি হবে এমনটা আমার বিশ্বাস। তখনি আমার এই স্টাডির উদ্দেশ্য সফল হবে।

5.4 Dcmsnvi-

বাংলাদেশে সাধারণত নারী প্রধান পরিবার তৈরী হয় একটি বিশেষ পরিস্থিতির বা সমস্যার মধ্যে দিয়ে। পরিবার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহনের প্রথম দিকে সে কি পারিপাশিক কি সামাজিক নানা রকম জঠিলতায় দিশাহারা পরিস্থিতির সন্মুখিন হতে থাকে। সময়ে স্রেতে ও বেঁচে খাকার কঠিন বাস্ড়বায় উক্ত পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। যে মহিলাটি কোন দিন পরের বাড়ীতে কাজের বিনিময় অর্থ উপার্জন করার কথা ভাবিনি, সেই মহিলাটিকে হঠাৎ করে উপার্জন করবে এ কথা ভাবতে সে যেন অন্য জগতে আছে এমনটা তার কাছে মনে হয়।
তাই প্রথম দিকে আত্নীয় স্বজনের দিকে চেয়ে থাকে, পরে প্রতিবেশীদের দিকে চেয়ে থাকে। সকলে যখন মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন সে নিজের চেষ্টায় শুর“ করে বেঁচে থাকার জন্য সীমা কঠিন বাস্ড় াবাতার পথ খোঁজার রাস্ড়া। এই পথে যত এগুতে থাকে তত সে কঠিন অবস্থা বুঝতে থাকে । অবশেষে সে বুঝতে পারে তার কি ভাবে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। শুর“ হয় বাস্ড়বতার কঠিন পথ। এই পথ মৃত্যুর না হওয়া পর্যন্ড় আর শেষ হয় না।

5.5 MÖšcÁx-

১। সমাজ গবেষণা পদ্ধতি — -এ এস এম আতীকুর রহমান ও সৈয়দ শওকতুজ্জামান
প্রভাতি প্রকাশনী, ঢাকা ১লা আগষ্ট ১৯৯৪

২। সামাজিক গবেষণা পরিচিতি — নাজমির নূর বেগম
জ্ঞান বিকাশ, সেপ্টেম্বের ১৯৮১

৩। Research Methodology
Method and Techniques — C R Kothari
Wishwa Prakashan,Jaipur, May 1990

৪। Women and Children Study — Dr. Sadeka Halim
Dwijen Mallick
Olena Reza
Syeda Rizwana Hasan
Sugra Arasta Kabir
Bangadesh Centre For Advanced Studies, July 2001 (umpublished)

৫। ঢাকা শহরের পথশিশুদের আর্থ-সামাজিকউন্নয়নে অপরাজেয় বাংলাদেশের এর কর্মসূচীর প্রভাব-একটি মূল্যায়ন গবেষণা — মোঃ হাফিজুল ইসলাম, অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা দল 'ঙ' ডিসেম্বর ১৯৯৭(অপ্রকাশিত)

৬। ঢাকা শহরের স্কাউট ইউনিটেরকে স্কাউটিং কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন পরিস্থিতি পর্যলোচনা — এম সাইদুজ্জামান
ঢাকা,৩মে,২০০৩

mv¶vrKvi AbymPx -

M‡elYvi bvgt দক্ষিন পশ্চিম সুন্দরবন উপকুলীয় অঞ্চলের নারী প্রধান পরিবারের জীবন জীবিকা

e¨w³ MZ Z_¨t

নাম ....স্বামী / পিতার নাম ....

বয়স .... গ্রাম .... ইউনিয়ন ....

শিক্ষাগত যোগ্যতা.. ধর্ম ....

পরিবারের সদস্য সংখ্যা কতজন ? ……………………

পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা, বয়স, শিক্ষা ও দৈনন্দিন কার্যবলীর বিবরণ

ছেলে-মেয়ের বয়সের স্ড়র	‡Q‡j					‡g‡q				
	০-৫	৬-১০	১১-১৫	১৬-২০	২১ +	০-৫	৬-১০	১১-১৫	১৬-২০	২১ +
ছেলে-মেয়ের সংখ্যা										
¯‹zj Mvgx	eZ©gvb					cye©				
বয়সের স্ড়র	০-৫	৬-১০	১১-১৫	১৬-২০	২১ +	০-৫	৬-১০	১১-১৫	১৬-২০	২১ +
ছেলে										
মেয়ে										
স্কুলে না গেলে সুনির্দিষ্ট কাজের নাম বলুন										

ckœeÎ t

১। আপনার পুর্বের এবং বর্তমানের পেশার নাম ও মাসিক আয় বলুন

পেশার নাম	পুর্বে		বর্তমানে	
	পেশা	আয়	পেশা	আয়
প্রধান পেশা				
বিকল্প পেশা				

২। আপনার পরিবারের আয়ের বিবরণ বলুন

আয়ক্ষম ব্যক্তি কতজন		পুর্বে			বর্তমানে		
পুর্বে	বর্তমান	দিনে কত	সপ্তহে কত	মাসে কত	দিনে কত	সপ্তহে কত	মাসে কত

৩। আপনার পরিবারের ব্যয়ের বিবরণ বলুন

ব্যয়ের খাত	পুর্বে			বর্তমানে		
	দিনে কত	সপ্তহে কত	মাসে কত	দিনে কত	সপ্তহে কত	মাসে কত

৪। জীবন ধারনের জন্য আপনার খাদ্য গ্রহনে বিবরণ বলুন

খাদ্য গ্রহনের বিবরণ	পুর্বে				বর্তমানে			
	ভাত	মাছ	মাংস	অন্যান্য খাদ্যের নাম	ভাত	মাছ	মাংস	অন্যান্য খাদ্যের নাম
প্রতিদিন								
সপ্তাহে								
মাসে								

৫। আপনার সম্পত্তির বিবরণ বলুন

পুর্বে						বর্তমানে					
জমির নির্দিষ্ট পরিমান						জমির নির্দিষ্ট পরিমান					
নিজের		বর্গা	পুকুর	ঘের	অন্যান্য নির্দিষ্ট সম্পত্তির নাম	নিজের		বর্গা	পুকুর	ঘের	অন্যান্য নির্দিষ্ট সম্পত্তির নাম
ভিটা	বিলিন					ভিটা	বিলিন				

৬। আপনার গৃহপালিত পশু পাখির বিবারণ দিন

	পুর্বে			বর্তমানে		
	গ্রহপালিত	পাখি জাতীয়	অন্যান্য নির্দিষ্ট নাম	গ্রহপালিত	পাখি জাতীয়	অন্যান্য নির্দিষ্ট নাম
নাম						
পরিমান						

৭। আপনার ঘর-বাড়ীর বিবারণ দিন

পুর্বে				বর্তমানে			
কাঁচা	সোমি পাকা	পাকা	অন্যান্য নির্দিষ্ট নাম	কাঁচা	সোমি পাকা	পাকা	অন্যান্য নির্দিষ্ট নাম

৮। বছরে ব্যাবহত পেশাকের বিবারণ দিন

	পুর্বে		বর্তমানে	
	নিজের জন্য	ছেলে-মেয়ে বা অন্যের জন্য	নিজের জন্য	ছেলে-মেয়ে বা অন্যের জন্য
কয়টি				

৯। স্বাহ্যা গত বিবারণ

পুর্বে				বর্তমানে			
সাধারণত কি ধরনের রোগ হয়	মাসে কত দিন অসুস্থ থাকেন	ডাক্তারী কি ধরনের সুবিধা আছে	কোন ধরনের ডাক্তারের কাছে যান	সাধারণত কি ধরনের রোগ হয়	মাসে কত দিন অসুস্থ থাকেন	ডাক্তারী কি ধরনের সুবিধা আছে	কোন ধরনের ডাক্তারের কাছে যান

১০। আপনার বাড়ির পানি ও স্যানেটেশান ব্যবস্থার বিবারণ দিন

	পুর্বে			বর্তমানে		
	পান যোগ্য পানির উৎস	পায়খান	অন্যান্য	পান যোগ্য পানির উৎস	পায়খান	অন্যান্য
নাম						

১১। আপনার যানবাহনর বিবারণ দিন

পুর্বে	বর্তমানে

১২। আপনার জীবিকার সহায়ক সরজামের বিবারণ দিন

পুর্বে				বর্তমানে			
জাল	নৌকা	বড়সি	অন্যান্য	জাল	নৌকা	বড়সি	অন্যান্য

১৩। আপনার পুর্বেরও বর্তমানের সঞ্চয় বা ঋন গ্রহনের বিবারণ দিন

দিন, সপ্তাহ বা মাসে	প্রতিষ্ঠানের নাম	পুর্বে		বর্তমানে	
		সঞ্চয়		ঋন	
		সর্ব নিু	সর্ব উচ্চ	সর্ব নিু	সর্ব উচ্চ

১৪। আপনার ইউনিয়ন পরিষদের সাথে যোগাযোগের বিবারণ দিন

পুর্বে	বর্তমানে

১৫। আপনার বিপদে প্রতিবেশীর সহযোগিতার বিবারণ দিন

পুর্বে	বর্তমানে

১৬। আপনার ভিজিডি কার্ড সহায়তার বিবারণ দিন

পুর্বে	বর্তমানে

১৭। আপনি বিধবা ভাতা পান কি?

১৮। বৃদ্ধভাতা পান কি ?

১৯। ধর্ম বা বর্ণের জন্য সামাজিক সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে বলুন

পুর্বে	বর্তমানে

২০। সামাজিক ভাবে নারী হিসাবে সুবিধার অসুবিধার কথা বলুন

পুর্বে	বর্তমানে

২১। আপনার সার্বিক অবস্থার পরির্বতনের সহায়ক কোন পরামর্শ বা উপদেশ পান কি ?

২২। বন থেকে আয়ে বিবারণ বলুন

আয় কি কি জিনিস হতে	পুর্বে	বর্তমানে

২৩। আপনার বিনোদনের জিনিষের বিবারণ দিন

পুর্বে	বর্তমানে

২৪। উৎপাদিত দ্রব্যের দাম সম্পর্কে বলুন

পুর্বে	বর্তমানে

২৫। আপনার পরিবারিক জীবন যাএায় মৌলবাদের প্রভাব ও বাধা সম্পর্কে বলুন

পুর্বে	বর্তমানে

২৬। জীবন যাএায় দুরনীতির ক্ষতিকার প্রভাব সম্পর্কে বলুন

পুর্বে	বর্তমানে

২৭। জীবন যাএায় সমষ্টিগত সনাসের ক্ষতিকার প্রভাব সম্পর্কে বলুন

পুর্বে	বর্তমানে

২৮। জীবন যাএায় রাজনৈতিক চাপের প্রভাব সম্পর্কে বলুন

পুর্বে	বর্তমানে

২৯। আপনার স্বার্থ সংশিষ্ট কোন আইন আছে কি ?

৩০। আপনি সামাজিক ন্যায় বিচার সম্পর্কে বলুন

পুর্বে	বর্তমানে

৩১। সামাজিক কোন প্রথা বা রীতি নীতির প্রভাব সম্পর্কে বলুন

পুর্বে	বর্তমানে